# প্রকৃতি কন্যা সিলেট

SYLHET

*the daughter of nature*

জেলা প্রশাসন সিলেট

**District Administration Sylhet**

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

# SYLHET

*the daughter of nature*

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

জেলা প্রশাসন সিলেট

District Administration Sylhet

innovate for all

SYLHET

*the daughter of nature*


**দিক নির্দেশনায়**

এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম,
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

**সার্বিক তত্ত্বাবধানে**

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

**সম্পাদনা ও প্রকাশনায়**

জেলা প্রশাসন সিলেট

**পৃষ্ঠপোষকতায়**

এম কাজী এমদাদুল ইসলাম
জেলা প্রশাসক, সিলেট

**বিশেষ কৃতজ্ঞতা**

মোঃ আসলাম উদ্দিন
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সিলেট

এ. এইচ. এম. মাহফুজুর রহমান
অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সিলেট

**সম্পাদক**

আ. ন. ম. বদরুদ্দোজা
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), সিলেট

**সহ-সম্পাদক**

ফজলে ওয়াহিদ
সহকারী কমিশনার, সিলেট

**প্রকাশকাল,**

মার্চ ২০২১

**ডিজাইন ও মুদ্রণ**

চৈতন্য
দরগা মহল্লা, সিলেট
মোবা: ০১৭১৮-২৮৪৮৫৯

**শুভেচ্ছা মূল্য :** ৬০০ টাকা



**© গ্রন্থস্বত্ব**

জেলা প্রশাসন সিলেট

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। জেলা প্রশাসন সিলেট-এর লিখিত পূর্বানুমতি ছাড়া এই পুস্তকের কোনো অংশ কোনোভাবে পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।



**Directed By**

Aspire to Innovate (a2i) program
ICT Division, Ministry of Posts,
Telecommunications and Information Technology

**Overall supervision**

Cabinet Division

**Editor & Publisher**

District Administration Sylhet

**Patronized by**

M Kazi Emdadul Islam
Deputy Commissioner, Sylhet

**Special Thanks**

Md. Aslam Uddin
Additional Deputy Commissioner (Revenue), Sylhet

A. H. M. Mahfuzur Rahman
Additional District Magistrate, Sylhet

**Editor**

A N M Badruddoza
Additional Deputy Commissioner (Education and ICT), Sylhet

**Co-Editor**

Fazle Wahid
Assistant Commissioner, Sylhet

**Date of Publication**

March 2021

**Graphics & Printed by**

চৈতন্য
Dargah Mahalla, Sylhet
Cell: 01718-284859

**Courtesy Price :** 600 Tk.



**© Copyright**

District Administration Sylhet

All rights reserved, Reprinting or copying any part of this book in any form without prior written permission of the publisher is strictly prohibited.

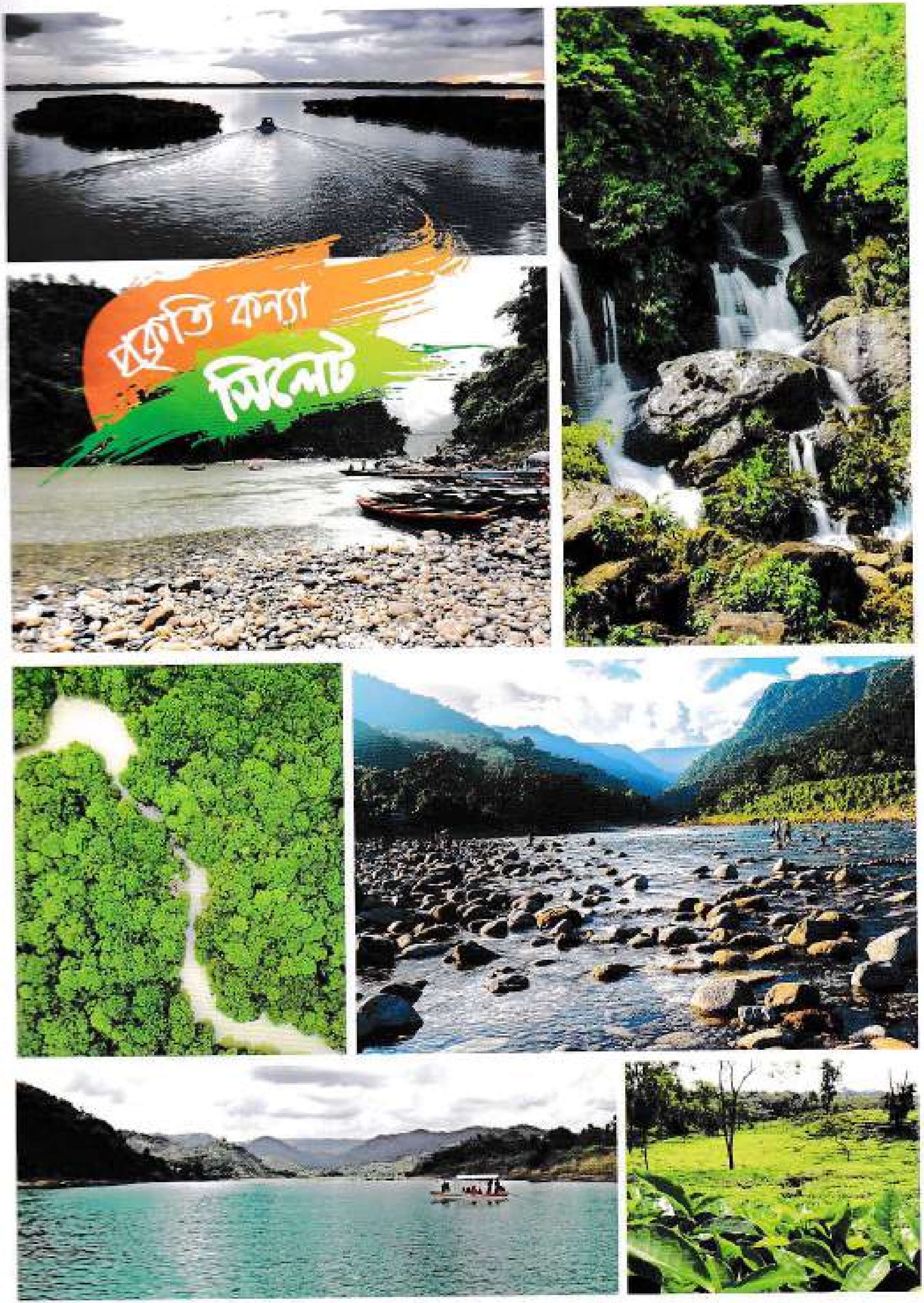
প্রকৃতি কন্যা
সিলেট

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

**Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
**Honourable Prime Minister Sheikh Hasina**

# বাণী

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে দৃপ্তপদে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। উন্নয়নের এই পথ-পরিক্রমায় বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা এবং দেশের প্রতিটি জেলার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার যথাযথ বিকাশ। আর এই লক্ষ্যেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় জেলা-ব্র্যান্ডিং উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। জেলা-ব্র্যান্ডিং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জেলা-ব্র্যান্ডিং কৌশল জারি করেছে।

জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ হলো-'ব্র্যান্ড-বুক'। জেলা-ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করে তুলতে ব্র্যান্ড-বুকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় জেলা প্রশাসন ব্র্যান্ড-বুক এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আশা করি জেলা-ব্র্যান্ডিং উদ্যোগ বাস্তবায়নে এই 'ব্র্যান্ড-বুক' কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

জেলা ব্র্যান্ড-বুক প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

২১/১১/২০

(খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম)

# Message

Cabinet Secretary
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

Bangladesh is moving forward boldly on the fast lane of development under the leadership of Honourable Prime Minister Sheikh Hasina. To this end government is determined to uplift Bangladesh to a middle income country by 2021 and a high income country by 2041. It requires integrated initiatives and tapping the economic potential of each district. District branding initiatives are being implemented under the supervision of Cabinet Division and with the support of a2i programme. Cabinet Division has already issued district branding strategies accordingly.

One of the most significant elements of district branding is 'Brand-Book'. It has a crucial role to expedite the district-branding activities. I am delighted to know that the second edition of Brand-Book is being published.

I extend my warm wishes to all involved with the publication of the second edition of the district 'Brand-Book'.

**(Khandaker Anwarul Islam)**

# বাণী


প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


একটি জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাসমূহকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই জেলা-ব্র্যান্ডিং-এর মূল অভিলক্ষ্য। জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনা বিকাশের বহুবিধ অধিক্ষেত্র রয়েছে যেমন: পর্যটন, পণ্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য বা কোনো জনমুখী উদ্যোগ। জেলা-ব্র্যান্ডিং জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও চর্চা, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, এক জেলা এক পণ্য কর্মসূচির বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং জেলার ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায়, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানই জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য।

পর্যটনের সঙ্গে জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাছাড়া জেলা ব্র্যান্ডিং প্রান্তিক পর্যায়ে উদ্যোক্তা তৈরি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বেগবান করবে। ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ের উদ্যোগসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার যোগসূত্র স্থাপনেও সহায়তা করবে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় বাংলাদেশের সকল জেলা ইতোমধ্যে তাদের ব্র্যান্ডিং-এর বিষয় নির্ধারণ, লোগো তৈরি এবং ত্রিবার্ষিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। জেলা-ব্র্যান্ডিংকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করে তুলতে জেলাসমূহ যে বিস্তৃত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে একটি হলো ব্র্যান্ড-বুক প্রকাশনা। ব্র্যান্ড-বুকের পরবর্তী সংস্করণসমূহের জন্য এটি যেমন ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে, তেমনি জেলা-ব্র্যান্ডিং-এর পরিক্রমায় একটি উল্লেখযোগ্য দলিল হিসেবেও স্বীকৃত হবে।

তথ্য সমৃদ্ধ ও নান্দনিক জেলা ব্র্যান্ড-বুক এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জেলা প্রশাসন, এটুআই এবং উক্ত প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং জেলা-ব্র্যান্ডিং কাজের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(ড. আহমদ কায়কাউস)

# Message

Principal Secretary
Prime Minister's Office
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

Socio-economic development is the main objective of district branding by focusing on the uniqueness of a district. Each district has diverse sectors to develop its unique potential, such as-tourism, products, history and heritage or any citizen-centric initiative. District branding is playing an important role in preserving the history and culture of districts, developing the tourism industry, assisting in the implementation of the 'One district One Product' program and identifying and preserving indigenous products of districts. Therefore, the overall objective of district branding is to contribute to the implementation of the current government vision of building a middle-income country by 2021 and a developed and prosperous Bangladesh by 2041.

District-branding is closely linked to tourism. Moreover, district branding will foster initiatives at the grassroots level and accelerate economic activities. Simultaneously, it will pave the way for establishing further linkage between local level and concerned policy making department/division and ministries.

With the help of a2i program and mentored by Cabinet Division and ICT Division, all districts of Bangladesh have already identified their branding issues, innovated logos and formulated three-year implementation plans. The publication of brand-books is one of the wide-ranging endeavours taken by the districts to make district branding known at home and aboard. It will serve as a basis for subsequent editions of the brand-book and be recognized as a significant document in the chronicle of district branding.

I sincerely thank the Cabinet Division, District Administration, a2i and everyone involved in the publication of second edition of an informative and well-designed brand-book and wish overall success.

**(Dr. Ahmad Kaikaus)**

# বাণী

সিনিয়র সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

একটি জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাসমূহকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের মূল অভিলক্ষ্য। জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনা বিকাশের নানাবিধ ক্ষেত্র রয়েছে যেমনঃ পর্যটন, পণ্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য বা কোনো জনমুখী উদ্যোগ। জেলা-ব্র্যান্ডিং জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও চর্চা, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, এক জেলা এক পণ্য কর্মসূচির বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং জেলার ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায়, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানই জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য।

পর্যটন ও বাণিজ্যের সঙ্গে জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের পর্যটন সম্ভাবনার বিকাশে জেলা-ব্র্যান্ডিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড-সহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ একযোগে কাজ করতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এ বিষয়ে সব ধরণের সহায়তা দিতে প্রস্তুত।

দেশের জেলাসমূহকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করে তুলতে জেলা প্রশাসন যে বিস্তৃত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে একটি হলো ব্র্যান্ড-বুক প্রকাশনা। ব্র্যান্ড-বুকের পরবর্তী সংস্করণসমূহের জন্য এটি যেমন ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে তেমনি জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য দলিল হিসেবেও স্বীকৃত হবে।

একটি তথ্যসমৃদ্ধ ও নান্দনিক ব্র্যান্ড-বুক তৈরির জন্য আমি জেলা প্রশাসন সিলেট, এটুআই, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং উক্ত প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং জেলা-ব্র্যান্ডিং কাজের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(এন এম জিয়াউল আলম পিএএ)

# Message

Senior Secretary
ICT Division

The mission of district branding is to achieve socio-economic development through promoting the uniqueness and the potentials of each district. The districts have diverse potentials such as tourist sites, commercial products, famous foods, history and tradition as well as peoples' welfare-centric initiatives. District branding plays an important role in safeguarding and fostering history, tradition and culture of the districts, developing tourism industry, implementing 'one district one product' programme and identifying and preserving the geographical indications (GIs). One of the main objectives of district branding is to provide support in realizing the vision of the present government to become a middle income country by 2021 and a prosperous and developed nation by 2041.

District-branding is closely linked with tourism and business. This initiative can play an important role in unleashing the potentials of tourism in Bangladesh. In this regard, all government and non-government organizations, including Cabinet Division, Ministry of Public Administration, Ministry of Civil Aviation and Tourism, Ministry of Cultural Affairs, Bangladesh Parjatan Corporation, Bangladesh Tourism Board can work together. ICT Division is ready to provide all-out support.

One of the important initiatives of the District Administration to promote district branding at home and abroad is the publication of Brand Book. This document will be a foundation for the future editions and at the same time will also be treated as a landmark publication in the history of district-branding.

I congratulate District Administration Sylhet, a2i, Cabinet Division and all concerned for publishing such an impressive and informative Brand Book and wish the district branding initiative all the success.

**(N M Zeaul Alam PAA)**

# বাণী

সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনন্য নেতৃত্বে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। উন্নয়নের এ মহাযাত্রায় জেলা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা বহুমাত্রিক। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনে বাংলাদেশের সকল জেলা প্রশাসন নিজ নিজ জেলার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, পর্যটন, পণ্য উদ্যোগ এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমন্বয়ে সম্ভাবনার যথাযথ বিকাশে জেলা-ব্র্যান্ডিং নামে বিপুল কর্মযজ্ঞ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

একটি জেলার অমেয় সম্ভাবনাকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন-ই জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের মূল অভিলক্ষ্য। জেলা-ব্র্যান্ডিং জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও চর্চা, পর্যটন-শিল্পের বিকাশ, এক জেলা এক পণ্য কর্মসূচির বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং জেলার ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। জেলার বিখ্যাত পণ্যের প্রসার, বিশেষ কোন উদ্যোগের বাস্তবায়ন এবং পর্যটন শিল্পের সুচারু বিকাশে জেলা-ব্র্যান্ডিং অসাধারণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় ও জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে বাংলাদেশের সকল জেলায় ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমকে কার্যকররূপে তুলে ধরতে জেলা ব্র্যান্ডবুক এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি প্রত্যাশা করি জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের প্রচার এবং সমৃদ্ধিতে এই ব্র্যান্ড-বুক কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

জেলা ব্র্যান্ড-বুক এর প্রকাশনায় সম্পৃক্ত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(শেখ ইউসুফ হারুন)

# Message

Secretary
Ministry of Public Administration
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

Bangladesh is moving forward with an indomitable pace under the unique leadership of honorable Prime Minister Sheikh Hasina. In the way towards this development the contribution of district administration is multi-dimensional, In order to achieve Sustainable Development Goals, all the district administrations of Bangladesh have taken enormous initiatives of district-branding for proper growth of the districts unique potentialities with their distinct characteristics, tourism, products, initiatives, history and heritage.

The main objective of district is socio-economic development by mounting the distinction and the potentialities of a district. District-branding has been playing an effective role in preservation and practice of history, heritage and culture of the district along with development of tourism industry, supporting the implementation of one district one product program and identifying and preserving geographical indications of the district. District branding can play an extraordinary role in the expansion of district's famous products, implementation of special initiatives and smooth development of tourism industry.

I am delighted to know that by the supervision of Cabinet Division and under the leadership of district administration with support from a2i, all the districts are going to publish brand book to underline the branding activities. I hope that, these books will facilitate the promotion and enrichment of district branding activities.

I sincerely thank all providing efforts in publishing of the brand-book.

**(Shaikh Yusuf Harun)**

# বাণী

কমিশনার
সিলেট বিভাগ, সিলেট

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাঙালি জাতি দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে সম্মুখপানে। ইতোমধ্যেই আমরা রূপকল্প-২০২১-কে সামনে রেখে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি। বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছে রূপকল্প-২০৪১। এই ধারাবাহিকতায় ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে সকলেই আজ বদ্ধপরিকর এবং সিলেট জেলাও এর ব্যতিক্রম নয়।

বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশের প্রতিটি জেলাই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। কোথাও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, কোথাও ইতিহাস-ঐতিহ্য, কোথাও আবার লোকজ সংস্কৃতি বাংলার মাটিকে দিয়েছে এক ভিন্ন মাত্রা। এ সকল বৈশিষ্ট্যকে যদি সঠিকভাবে অন্বেষণ করে দেশ তথা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা যায়, তবে একদিকে যেমন বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে, অন্যদিকে আবার অঞ্চলভিত্তিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে জেলা ব্র্যান্ডিং-এর ভূমিকা অপরিসীম এবং এক্ষেত্রে ব্র্যান্ড-বুক সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ লক্ষ্যে পূর্বে প্রতিটি জেলার জন্য ব্র্যান্ড-বুক প্রণয়ন করা হয়েছিল যা বর্তমানে পুনর্মুদ্রিত করা হচ্ছে। প্রতিটি জেলার উল্লেখযোগ্য স্থান ও পণ্যকে উক্ত জেলার ব্র্যান্ডিং হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে এর পরিচিতি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে দিতে ব্র্যান্ড-বুকের কোন বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সিলেট বিভাগের অবস্থান। মোট ৪টি জেলা নিয়ে গঠিত সিলেট বিভাগ ইতিহাস ও ঐতিহ্যে অতুলনীয়। এই বিভাগের অন্যতম একটি জেলা হল সিলেট। প্রকৃতি কন্যা এবং পুণ্যভূমি হিসেবে খ্যাত সিলেট জেলার পর্যটন শিল্প এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনার যথাযথ বিকাশের জন্য প্রয়োজন জেলা ব্র্যান্ডিং এবং এ ক্ষেত্রে জেলা ব্র্যান্ডবুক প্রকাশনা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। ইতোপূর্বে সিলেট জেলার ব্র্যান্ডবুক প্রকাশিত হয়েছিল যা বর্তমানে নতুনরূপে পুনর্মুদ্রণ করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসন সিলেট এই পুনর্মুদ্রণ করেছে জেনে আমি আনন্দিত। তথ্যসমৃদ্ধ ও দৃষ্টিনন্দন এই ব্র্যান্ডবুক সিলেট জেলার পর্যটন বিকাশে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করবে। এই প্রকাশনাটির মাধ্যমে 'প্রকৃতি কন্যা' খ্যাত সিলেট জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে-এটাই প্রত্যাশা।

এই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

(মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি)

# Message

Commissioner
Sylhet Division, Sylhet

A firm desire to fulfill the dream of a "Golden Bangladesh" dreamt by the father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the worthy leadership of the honourable Prime Minister Sheikh Hasina has already placed Bangladesh on the highway of progress. We are already going to become a middle-income country under Vision-2021. The present government has already taken Vision-2041 in order to promote Bangladesh towards a prosperous and developed country. As a part of this process, everyone is highly determined to build a golden Bangladesh free from hunger and poverty and Sylhet district is no exception from that.

Every District of Bangladesh is glorified with prominent characteristics like natural beauty, history, culture etc. Even in some place, folk culture has added different flavor. If we can explore these features in the right way, it will contribute both towards tourism and socio-economic investment. Using the individual features and potentialities of a district, "District Branding" is important in promoting socio-economic growth. Brand book plays an essential role in this aspect. Brand book for each district was previously published and presently, re-publication process is going to be done. There is no alternative to prepare a brand book for spreading the acquaintance of the branding products and the places home and abroad.

Sylhet division is situated to the north-east part of Bangladesh. This division, comprised of 4 districts, is unrivaled in history and tradition. Sylhet is one of the districts in this division. Sylhet district is famous for its name as "the daughter of nature" and "holy land". In order to promote its tourism industry and economic potentialities, "District Branding" and brand book publication is essential. Previously, the brand book for Sylhet was published. The re-publication of brand book is on process. I am delighted to know that District Administration of Sylhet has successfully re-published the brand book. This eye-catching and informative book will add another color to canvas of tourism. It is expected that this publication will unveil potentials for the economic growth of Sylhet, popularly known as "the daughter of nature".

(Md. Mashiur Bahman ndc)

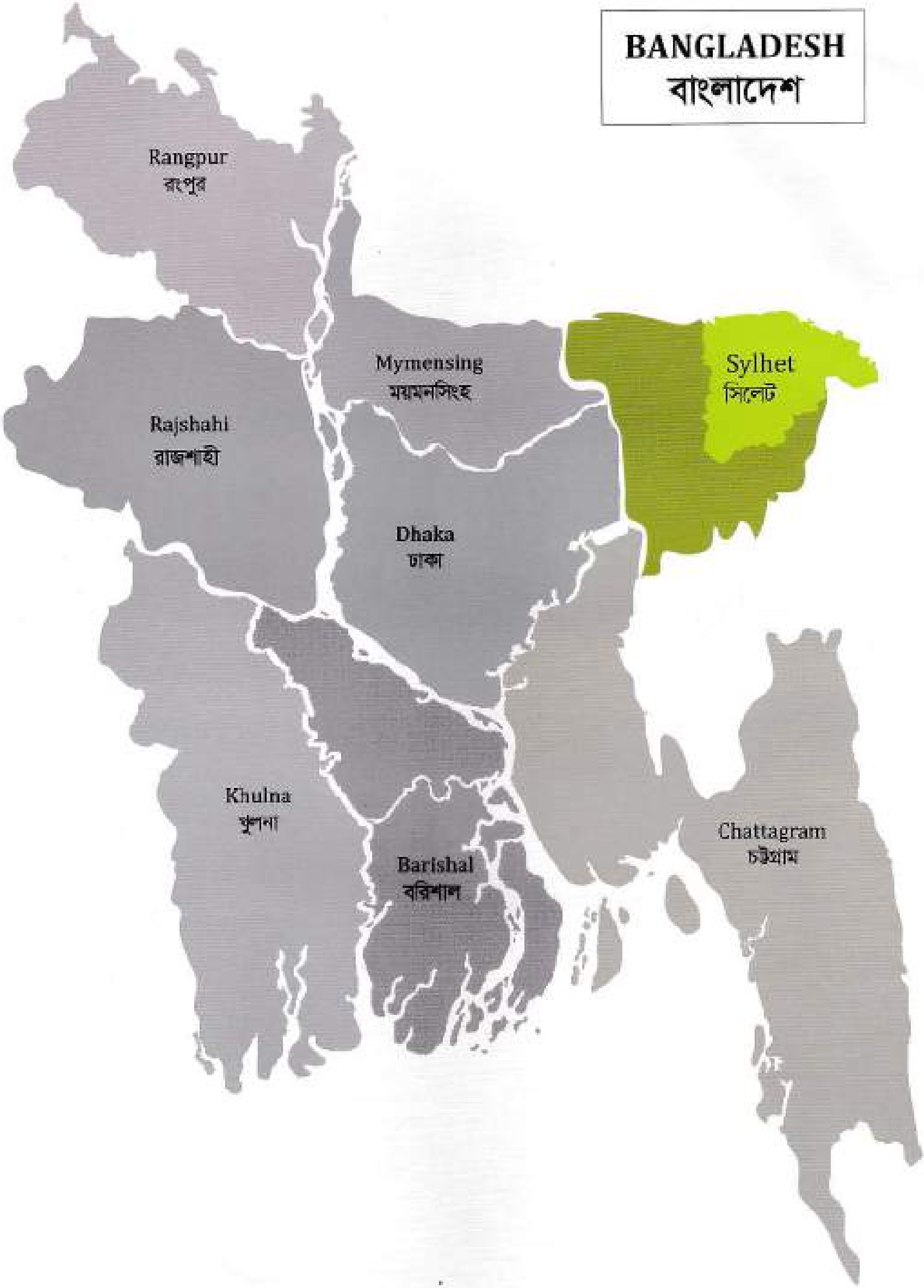
BANGLADESH
বাংলাদেশ
Rangpur
রংপুর
Mymensing
ময়মনসিংহ
Sylhet
সিলেট
Rajshahi
রাজশাহী
Dhaka
ঢাকা
Khulna
খুলনা
Chattagram
চট্টগ্রাম
Barishal
বরিশাল

# Tourist Spots in Sylhet
# সিলেটের দর্শনীয় স্থানসমূহ

**সিলেট সদর (১৯৮৩)**
**Sylhet Sadar (1983)**
দর্শনীয় স্থান : শ্রী শ্রী দুর্গা বাড়ি মন্দির ও ইকো পার্ক; সোনাতলা পুরাতন জামে মসজিদ; রায়ের গাঁও হাওর; মালনীছড়া চা বাগান; অ্যাডভেঞ্চার ওয়ার্ল্ড পার্ক
Shri Shri Durgabari Temple and Eco-park; Sonatala Old Jameh Mosque; Rayer Gao Haor; Malnichhara Tea Garden; Adventure World Park.

**গোয়াইনঘাট (১৯৮৩)**
**Gowainghat (1983)**
দর্শনীয় স্থান : জাফলং; বিছনাকান্দি; রাতারগুল; সোয়াম্প ফরেস্ট; পান্থুমাই/পাংথুমাই ঝরনা; খাসিয়া পুঞ্জি
Jaflong; Bisnakandi; Ratargul; Swamp Forest; Panthumai fountain; Khasia Punji.

**কোম্পানীগঞ্জ (১৯৮২)**
**Companiganj (1982)**
দর্শনীয় স্থান : ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারি; ভোলাগঞ্জ রেলওয়ে বাঙ্কার; শাহ আরেফিন (র.)-এর মাজার;
Bholaganj Stone Quarry; Bholaganj Railway Bunker; Shrine of Shah Arefin (R.)

**জৈন্তাপুর (১৯৮৩)**
**Jaintiapur (1983)**
দর্শনীয় স্থান : লালাখাল; নাজিমগড় রিসোর্ট; জৈন্তা রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ; জৈন্তা গেইট।
Lalakhal; Najimgarh Resort; Ruins of Jaintia Rajbari; Jaintia Gate.

**কানাইঘাট (১৯৮৩)**
**Kanaighat (1983)**
দর্শনীয় স্থান: লোভাছড়া পাথর কোয়ারি; কাঁঠালবাড়ি; মায়াবন
Lovachhara Stone Quarry; Kathalbari; Mayabon

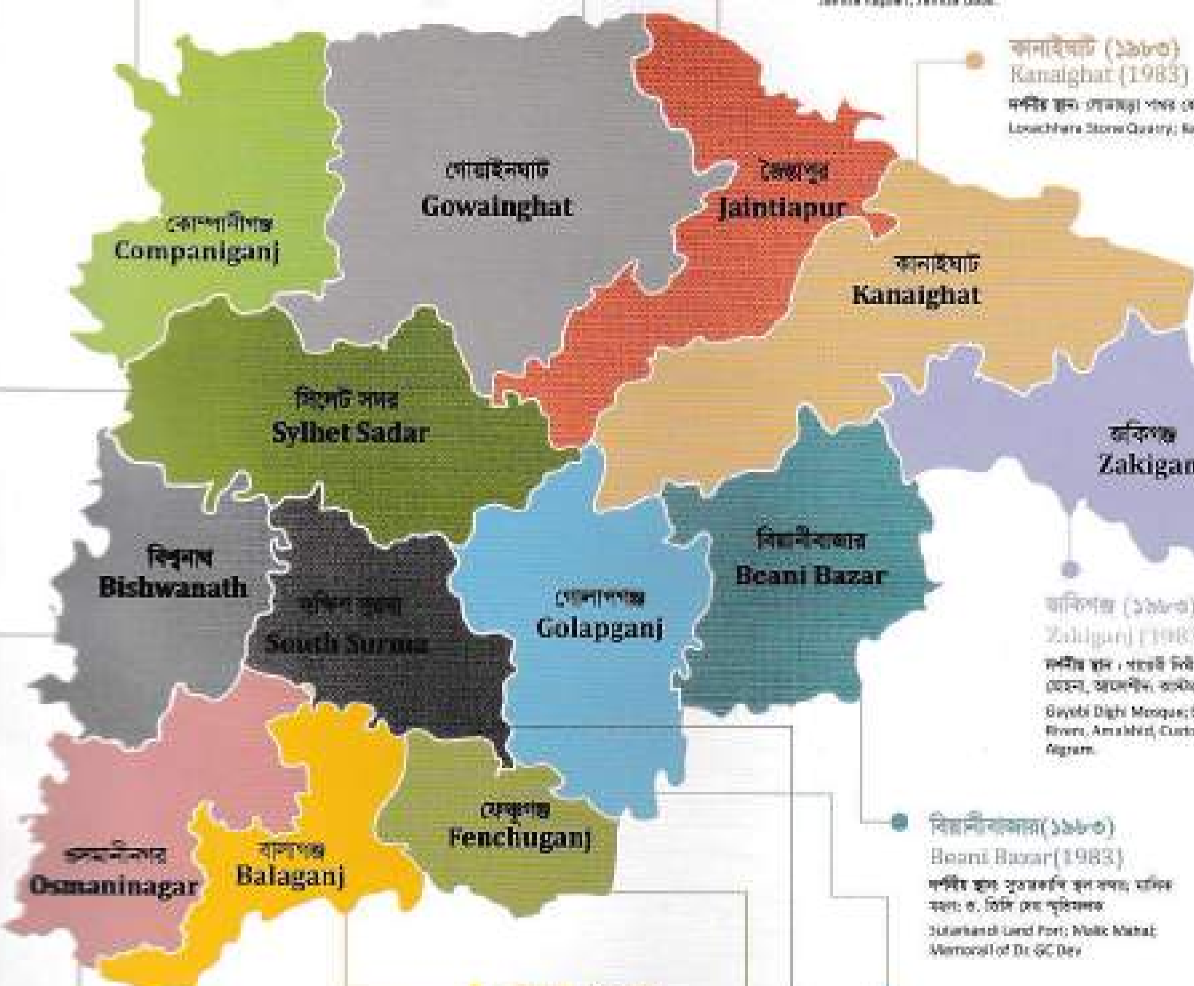


**জকিগঞ্জ (১৯৮৩)**
**Zakiganj (1983)**
দর্শনীয় স্থান : গায়েবী দিঘী মসজিদ; তিন নদীর মোহনা; আমলশীদ; কাস্টমস ঘাট; আমিরগঞ্জের পাহাড়
Gayebi Dighi Mosque; Estuary of three Rivers, Amalshid; Customs Ghat; Hill of Amirganj.

**বিয়ানীবাজার (১৯৮৩)**
**Beani Bazar (1983)**
দর্শনীয় স্থান: সুতারকান্দি স্থল বন্দর; মালিক মহল; ড. জি সি দেব স্মৃতিফলক
Sutarkandi Land Port; Malik Mahal; Memorial of Dr. GC Dev

**গোলাপগঞ্জ (১৯৮৩)**
**Golapganj (1983)**
দর্শনীয় স্থান : হাকালুকি হাওর; শ্রী চৈতন্যদেবের বাড়ি ও মন্দির; শাহনূর-এর মাজার; ...; মদন মোহন জিউ ও মহাপ্রভুর আখড়া; শাহ মৌলার মাজার
Hakaluki Haor; Home and Temple of Shri Chaitanya Dev; Shrine of Shahnoor; Ornamental Park; Banglo of Moharesta Dotposit; Akhra of Madan Mohan Jiu and Mahaprabhu; Shrine of Shah Moula

**বালাগঞ্জ (১৯২২)**
**Balaganj (1922)**
দর্শনীয় স্থান : গায়েবী মসজিদ; গণকবর; মদন মোহন জিউর আখড়া
Gayebi Mosque (Divine Mosque); Memorial Graveyards of Genocides in 1971 Liberation War; Madan Mohan Jiu Hermitage

**ওসমানীনগর (২০১৪)**
**Osmaninagar (2014)**
দর্শনীয় স্থান : শেখচাঁদ (র.)-এর মাজার; কাদিপুর দিঘিরপাড়
Shrine of Sheikha (R.); Kadipur Dighirpar

**বিশ্বনাথ (১৯৮৩)**
**Bishwanath (1983)**
দর্শনীয় স্থান : রামধানা শাহী ঈদগাহ; হযরত শাহ কালু ও হযরত শাহ চান্দ-এর মাজার; হাসন রাজার বাড়ি; লৌহজঙ্গিক দিঘী
Ramdhana Shahi Eidgah; Shrine of Hazrat Shah Kalu and Hazrat Shah Chand; Hason Raja's House; Loumajhonga Dighi

**ফেঞ্চুগঞ্জ (১৯৮০)**
**Fenchuganj (1980)**
দর্শনীয় স্থান : হাকালুকি হাওর; মোমিন ছড়া চা বাগান; মণিপুর চা বাগান; প্রাকৃতিক গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি; শাহজালাল সার কারখানা
Hakaluki Haor; Mominchora Tea Garden; Manipur Tea Garden; Natural Gas Fertilizer Factory; Shahjalal Fertilizer Factory

**দক্ষিণ সুরমা (২০০৫)**
**South Surma (2005)**
দর্শনীয় স্থান : হযরত শাহ সুফি আরকুম আলী (র.)-এর মাজার; জালালপুর জমিদার বাড়ি; শাহ শেখ ফরিদ-এর মাজার ও পাঞ্জেগানা মসজিদ; চাপড়া বিল
Shrine of Hazrat Shah Sufi Arkum Ali (R.); Jalalpur Jamidar Bari; Shrine of Shah Sheikh Farid and Panjegana Mosque; Chapra Bil

# সূচি


জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্দেশ্য ২৬
প্রকৃতি কন্যা সিলেট ২৭
এক নজরে সিলেট জেলা ২৮
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান-এর ম্যুরাল ২৯
হযরত শাহজালাল (র.)-এঁর মাজার ৩১
হযরত শাহ্ পরান (র.)-এঁর মাজার ৩৩
শাহী ঈদগাহ্ ৩৫
গাজী বোরহান উদ্দীন (র.)-এঁর মাজার ৩৬
আলী আমজাদের ঘড়ি ৩৭
ক্বীনব্রিজ ৩৮

মালনীছড়া চাবাগান ৪০
লাক্কাতুরা চা বাগান ৪২
জৈন্তিয়া রাজবাড়ি ৪৪
মণিপুরী রাজবাড়ি ৪৬
নাগরী লিপি ৪৭
মণিপুরী শাড়ি ৪৮
সিলেটের ঐতিহ্য 'বেত শিল্প' ৪৯
সম্রাট আওরঙ্গজেব থেকে ইউনেস্কোর
স্বীকৃতিতে 'শীতলপাটি' ৫০
সিলেটের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ৫১
জাফলং ৫২

খাসিয়াপুঞ্জি ৫৬
তামাবিল স্থলবন্দর ৫৭
মায়াবী ঝরনা ৫৮
নলজুড়ি ঝরনা ৬১
টিলাগড় ইকোপার্ক ৬২
বৈচিত্র্যময় খাদিম নগর জাতীয় উদ্যান ৬৪
অ্যাডভেঞ্চার ওয়ার্ল্ড পার্ক ৬৬
ট্রিটপ অ্যাডভেঞ্চার ফার্ম ৬৮
ওসমানী জাদুঘর ৬৯
বঙ্গবীর ওসমানী শিশু পার্ক ৭০

ভাষাসৈনিক মতিন উদ্দীন আহমদ জাদুঘর ৭১
বিছনাকান্দি ৭২
উতমাছড়া ৭৫
পান্থুমাই ৭৬
চেঙ্গের খাল ৭৮
রাতারগুল ৮০
লোভাছড়া ৮৪
এস ও এস শিশু পল্লী ৮৭
হাসন রাজার বাড়ি ৮৮
হাসন রাজা মিউজিয়াম ৮৯

মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেবের বাড়ী ৯০
ধামাইল গান ও ধামাইল নৃত্য ৯১
মণিপুরী নৃত্য ৯২
পলো বাওয়া উৎসব ৯৩
ঘোড়দৌড় ৯৪
কাঠি নৃত্য ৯৫
সাদা পাথরের ভোলাগঞ্জ ৯৬
শাপলার রাজ্য ডিবি হাওর ৯৯
নীল পানির লালাখাল ১০২
সারি নদী ১০৭

শ্রীপুর ১০৮
সারিঘাট ১১১
হাকালুকি হাওর ১১২
বাওরকান্দি হাওর ১১৬
কুশিয়ারা নদী ১১৯
সুরমা নদী ১২০
গোয়াইন নদী ১২২
পিয়াইন নদী ১২৩
দামরি হাওর ১২৪
শহিদ মিনার ১২৬

শহিদ মিনার (শাবিপ্রবি ক্যাম্পাস) ১২৮
আলোচিত গণকবর ও বধ্যভূমি ১২৯
চেতনা '৭১ ১৩০
নানকার বিদ্রোহ ১৩১
হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী, গোবিন্দ চন্দ্র দেব ১৩২
জেনারেল এমএজি ওসমানী, হেনা দাস ১৩৩
চা ১৩৪
সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র ১৩৬
সাতকরা ১৩৮
পান-সুপারি, কমলা ১৩৯

লটকন, লুকলুকি ১৪০
জলডুপি আনারস, তৈকর ১৪১
জাম্বুরা, মাল্টা, লেবু ১৪২
ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ১৪৩
সিলেট রেলওয়ে স্টেশন ১৪৪
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম ১৪৫
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ১৪৬
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১৪৭
এম. এ. জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ
ও হাসপাতাল ১৪৮
এম সি কলেজ ১৪৯

সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার ১৫০
যাতায়াত ব্যবস্থা ১৫১
সিলেট সার্কিট হাউস ১৫২
পর্যটন মোটেল সিলেট ১৫৪
নাজিমগড় রিসোর্ট ১৫৫
শুকতারা রিসোর্ট ১৫৬
এক্সেলসিয়র সিলেট হোটেল এন্ড রিসোর্ট ১৫৭
হোটেল স্টার প্যাসিফিক ১৫৮
হোটেল নূরজাহান গ্র্যান্ড ১৫৯
কুশিয়ারা কনভেনশন হল ১৬০

# Index


Purpose of Branding 26
Sylhet: The Daughter of Nature 27
At a Glance Sylhet District 28
Mural of Father of the Nation
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 29
The Shrine of Hazrat Shahjalal (R.) 32
The Shrine of Hazrat Shahporan (R.) 33
Shahi Eidgah 35
The Shrine of Gaji Burhan Uddin (R.) 36
Ali Amzad's Clock Tower 37
Keane Bridge 39

Malnicherra Tea garden 41
Lakkatura tea garden 43
Jaintia Rajbari 45
Manipuri Rajbari 46
Nagri Script 47
Manipuri Sharee 48
Cane Art A Tradition of Sylhet 49
'Shitalpati' (Cool Plate) Acknowledged by
UNESCO from The Emperor Aurangzeb 50
The Ethnic Groups of Sylhet 51
Jaflong 53

Khasia Punji 56
Tamabil Landport 57
Mayabi Fountain 59
Noljuri Waterfall 61
Tilagarh Eco-Park 63
National Parkland of Khadimnagar 64
Adventure World Park 67
Treetop Adventure Farm 68
Osmani Museum 69
Bangabir Osmami Children Park 70

Language Fighter
Matin Uddin Ahmed Museum 71
Bisnakandi 73
Utmachara 75
Panthumai 77
Chenger Khal 78
Ratargul 81
Luvachora 86
SOS Children's Village 87
House of Hason Raja 88
Museum of Rajas 89

Mahaprabhu Sri Chaitannaya Dev Temple 90
Dhamail Songs and Dhamail Dance 91
Manipuri Dance 92
Polo Bawa Festival 93
Horse Race 94

Stick Dance 95
Bholaganj of White Stone 97
Dibi Haor Full of Water Lily 99
Lala Khal of Blue Water 103
Sari River 107

Sripur 109
Sarighat 111
Hakaluki Haor 113
Baorkandi Haor 117
Kushiara River 119
Surma River 120
Gowain River 122
Piyain River 123
Damari haor 125
Shaheed Minar 127

Shaheed Minar (SUST Campus) 128
Cemetery and Graveyard 129
Chetona 71 130
Nankar Revolt 131
Humayun Rasheed Choudhury 132
Dr. Govinda Chandra Dev 132
General M. A. G. Osmani, Hena Das 133
Tea 135
Citrus Research Centre 136
Satkora (One of the Citrus Fruits) 138

Betel Leaf and Nuts, Orange 139
Burmese Grape, Lukluki 140
Joldhup Pineapple, Toikor 141
Jambura, Malta, Lemon 142
Osmani International Airport 143
Sylhet Railway Station 144
Sylhet International Cricket Stadium 145
Shahjalal University of Science
and Technology 146
Sylhet Agricultural University 147
M. A. G. Osmani Medical College
and Hospital 148

M. C. College 149
Sylhet Central Jail 150
Communication System 151
Sylhet Circuit House 153
Parjatan Motel 154
Nazimgarh Resort 155
Shuktara Resort 156
Excelsior Sylhet Hotel & Resort 157
Hotel Star Pacific 158
Hotel Noorjahan Grand 159
Kushiyara Convention Hall 160

একটি জেলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, গৌরবকে দেশের আঙ্গিনা ডিঙ্গিয়ে বিশ্বের মানুষের কাছে পরিচিত করে তোলার উদ্যোগ মূলত জেলা-ব্র্যান্ডিং। ৬৪ জেলার মতো সিলেট জেলাকেও ব্র্যান্ডিং করা হচ্ছে। সিলেটের ব্র্যান্ডিং 'পর্যটন'। এই জেলার প্রচারণা হচ্ছে 'প্রকৃতি কন্যা সিলেট' বা 'the daughter of nature' নামে। হযরত শাহজালাল (র.) মাজার, হযরত শাহ পরাণ (র.) মাজার, জাফলং, বিছনাকন্দি, রাতারগুল, পান্থুমাই, লালাখাল, চা বাগান হল পর্যটন ব্র্যান্ডিং। অন্যদিকে পণ্য ব্র্যান্ডিং হল-শীতল পাটি, বেতের ফার্নিচার, মনিপুরী শাড়ি, মনিপুরী নাচ।

District Branding is to introduce the culture, tradition and heritage of a district to the world, spreading beyond the national boundary.

Like the other 64 districts, an initiative has been taken for branding sylhet. Tourism is the branding of sylhet. Sylhet has been named for campaign as the daughter of nature. The shrine of Hajrat Shahjalal (R), Hajrat Shah Poran (R), Jaflong, Bichnakandi, Ratargul, Panthumai, Lalakhal, Tea garden etc are tourism branding. On the other hand Shital Pati, cane furniture, Monipuri Sharee and dance are product branding for Sylhet.

## জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্দেশ্য

- জেলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গতি সঞ্চার করা
- জেলার ইতিবাচক ভাবমূর্তি বিনির্মাণ
- পর্যটন শিল্পের বিকাশ
- জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির লালন
- স্থানীয় উদ্যোক্তা তৈরি
- অবকাঠামোগত উন্নয়ন
- টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান

## Purpose of Branding

- Increasing district economic growth rate.
- Enhancing district positive image.
- Differntiating a district easily from one another.
- Flourishing tourism industry.
- Cherishing history, tradition and culture.
- Encouraging local entrepreneur.
- Developing the infrastructural.
- Helping to assured sustainable development.

# SYLHET

## *the daughter of nature*

ওপারে পাহাড়, এপারে নদী। পাহাড়ের বুক চিড়ে বয়ে চলছে ঝরনা আর নদীর বুকে স্তরে স্তরে সাজানো নানা রঙের নুড়ি পাথর। দূর থেকে তাকালে মনে হয় আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে নরম তুলার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে মেঘরাশি। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপরূপ লীলাভূমি সিলেট। সিলেটের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্রকৃতির রূপ-লাবণ্যের অপূর্ব সৌন্দর্যের ভান্ডার। এখানকার নৈসর্গিক প্রাকৃতিক শোভা অতি সহজে মুগ্ধ করে যে কাউকে। বর্ষা এলে এখানে দেখা যায় ওপারের পাহাড় থেকে নেমে আসা অগণিত ঝরনা। সবুজের বুকে নেমে আসা ঝরনাধারায় সূর্যের আলোর ঝিলিক ও পাহাড়ে ভেসে বেড়ানো মেঘমালা মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে পর্যটকদের। আবার শীতে হাজির হয় অন্য রূপে। চারদিকে তখন সবুজের সমারোহ, পাহাড় চূড়ায় গহীন অরণ্য। নদীর পানির নিচ থেকে ডুব দিয়ে হাজার হাজার শ্রমিকের পাথর উত্তোলনের দৃশ্যও মুগ্ধ করে পর্যটকদের। নদীর পানিতে নারী-পুরুষের এই 'ডুবোখেলা' দেখা যায় ভোর থেকে সন্ধ্যা অবধি। সমতল চা-বাগান, মণিপুরী, খাসিয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় জীবন-সংস্কৃতি- কী নেই এখানে। প্রকৃতি যেন নিজ হাতে সাজিয়েছে ভারতের সীমান্তঘেঁষা দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই জনপদকে। নদী-পাথর-পাহাড় জলপ্রপাত আর চা বাগানের অপূর্ব সমন্বয় সিলেটকে দিয়েছে "প্রকৃতি কন্যা" নামক সম্মান। সিলেটকে 'প্রকৃতি কন্যা' বা 'দা ডটার অব নেচার' নামকরণ তাই যথার্থ।

Hills are on the one side and rivers are on the other side. The fountains flow through the mountains and various colopured pebbles stacked on the level of the river bed. Seen from a distance, it seems like the hills are leaning on the sky. The clouds are moving like soft cotton on the hill. Sylhet is a place of wonderful scenic beauty of nature. An unprecedented store of natural beauty is scattered here and there. The natural decoration of this region easily fascinates anyone. When rainy season comes, countless fountains falling down the hill can be seen. The sunny shade of the sun over the fountaon coming on the greenery and the floating clouds over the hills fascinates the tourists. It appears with a different shape in winter. Greenery surrounds the mountains and the deep forest covers the top of the hill. The scene of thousands of workers withdrawing stone diving to the bottom of the river water attracts to tourists. This 'diving game' of men and women in river water can be seen from dawn to dusk. How diversified the culture of the small ethnic groups like flat tea gardens, Manipuri, Khasia etc. are and what is not here! As if the nature has adorned the north-eastern locality near the Indian border herself with her own hand. River-stone-hill, waterfall and a wonderful blend of tea garders gave Sylhet the honor of the "Daughter of Nature". Sylhet is rightly named as 'Prokrity Kanya' or 'The Daughter of Nature'.

## এক নজরে সিলেট জেলা

| | |
|---|---|
| সীমানা | উত্তরে ভারতের খাসিয়া, জৈন্তিয়া পাহাড় (ভারতের মেঘালয় রাজ্য), দক্ষিণে মৌলভীবাজার জেলা, পূর্বে ভারতের কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলা (ভারতের আসম রাজ্য) ও পশ্চিমে সুনামগঞ্জ এবং হবিগঞ্জ জেলা। |
| আয়তন | ৩,৪৫২.০৭ বর্গ কি.মি বা ১৩৩২.০০ বর্গমাইল |
| ভৌগলিক অবস্থান | ২৪°৩৬ উত্তর অক্ষাংশ হতে ২৫°১১ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯১°৩৮ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে হতে ৯২°৩০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ |
| জনসংখ্যা | ৩৫,৬৭,১৩৮ জন (২০১১) (পুরুষ ১৭,৯৩,৮৫৮ জন এবং মহিলা ১৭,৭৩,২৮০ জন) |
| জনসংখ্যার ঘনত্ব | ৯৯৫ জন প্রতি বর্গ কি.মি. (২০১১) |
| নৃ-গোষ্ঠী (মনিপুরী, পাত্র, খাসিয়া) | মোট ১৭,৩৬৩ জন (আদম শুমারী ২০০১) |
| উপজেলা | ১৩টি |
| থানা | ১৭টি |
| ইউনিয়ন | ১০৫টি |
| পৌরসভা | ০৫টি (গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, জকিগঞ্জ, কানাইঘাট ও বিশ্বনাথ) |
| শিক্ষার হার | ৫৬.২০% |
| বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত | ৩৩৩৪ মি.মি. |
| সিলেটের প্রধান ও দীর্ঘতম নদী | সুরমা (৩৫০ কি.মি.) |
| সিলেটের চা-বাগান | মোট ১৯টি |
| সিলেটের হাওর-বিল | মোট ৮২টি |
| প্রধান কৃষিজ ফসল | ধান, সুপারী, আলু |
| খনিজ দ্রব্য | প্রধানত প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ পাথর, বালি |

## At a Glance Sylhet District

| | |
|---|---|
| Border | Indian Khasia and Jaintia hill to the north (Meghalaya state). Moulvibazar to the south, East Indian Kachar and Karimganj district (Assam state) to the east and Sunamgnj and Habiganj district to the west. |
| Area | 3452.07 sq km or 1332.00 sq mile |
| Geographical Location | Latitudes 20°34′-26°38′north and longitudes 88°01′-92°41′east) |
| Population | 35,67,138 (2011) [Male : 17,93,858; Female : 17,73,280] |
| Density | 995 per sq. km (2011) |
| Ethnic Demography (Monipuri, Patra, Khashia) | Total 17,363 (2001) |
| Upazila | 13 |
| Thana | 17 |
| Union | 105 |
| Municipalities | 05 (Beanibazar, Zokiganj, Kanaighat and Bishwanath) |
| Literacy Rate | 56.20% |
| Annual Rainfall | 3334 mm |
| The Main and longest River | Surma (350 km) |
| Tea Garden | Total 82 |
| Haor-bill | Total 82 |
| Agricultural Product | Peddy, Betal leaf and nuts, Potato |
| Minaral | Gas, Stones, Sands |

## জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ম্যুরাল

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট-এর চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট গেইট দিয়ে প্রবেশ করলেই চোখে পড়বে বিশাল আকৃতির এই ম্যুরালটি। রাতের বেলা ম্যুরালের সাথে থাকা লাইটিং এর আলোয় এক অদ্ভুত মায়াবী পরিবেশের উদ্ভব হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন এমপি ১৯ আগস্ট ২০২০ তারিখ ম্যুরালটি শুভ উদ্বোধন করেন। ম্যুরালটির স্থাপত্য নকশা করেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্থপতি শুভজিৎ চৌধুরী এবং প্রতিকৃতি নকশা করেন জনাব শেখ নাঈম দীপু। সিলেট শহরের প্রাণকেন্দ্রে ম্যুরালটির অবস্থান হওয়ায় বর্তমানে রাষ্ট্রীয় দিবসসমূহে শহীদ মিনারের পাশাপাশি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ম্যুরালে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়।

## Mural of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

A mural of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman has been built on the premises of the Office of the Deputy Commissioner, Sylhet. It can be seen as soon as you enter into the office gate. The lighting surrounding the mural creates a magical atmosphere at night. Honorable Foreign Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, A. K. Abdul Momen MP inaugurated the mural on 19 August 2020.The architectural design of the mural was made by Professor Architect Shubhjit Chowdhury of Shahjalal University of Science and Technology and the portrait was designed by Mr. Sheikh Naeem Dipu. As the mural is located in the heart of Sylhet city, floral homage are tributed towards the mural of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman along with the Shaheed Minar on important state days.

রাতের সিলেট
Night at Sylhet

## হযরত শাহজালাল (র.) এর মাজার

হযরত শাহজালাল (র.) ছিলেন উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত সুফি দরবেশ। সিলেট অঞ্চলে তার মাধ্যমেই ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। সিলেটের প্রথম মুসলমান গাজী বোরহান উদ্দিন (র.)-এর ওপর রাজা গৌড়গোবিন্দের অত্যাচারের প্রেক্ষিতে হযরত শাহজালাল (র.) ও তাঁর সফরসঙ্গী ৩৬০ আউলিয়ার সিলেট আগমন ঘটে যা ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই কারণে সিলেটকে ৩৬০ আউলিয়ার দেশ বলা হয় এবং পুণ্যভূমি হিসেবে অভিহিত করা হয়। হযরত শাহজালাল (র.) ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে সিলেটে আগমন করেন।

**কিভাবে যাবেন :** সিলেট রেল স্টেশন বা কদমতলী বাস স্টান্ডে নেমে ৮০-১০০ টাকা সিএনজি চালিত অটোরিকশা ভাড়ায় খুব সহজে মাজারে যাওয়া যায়।

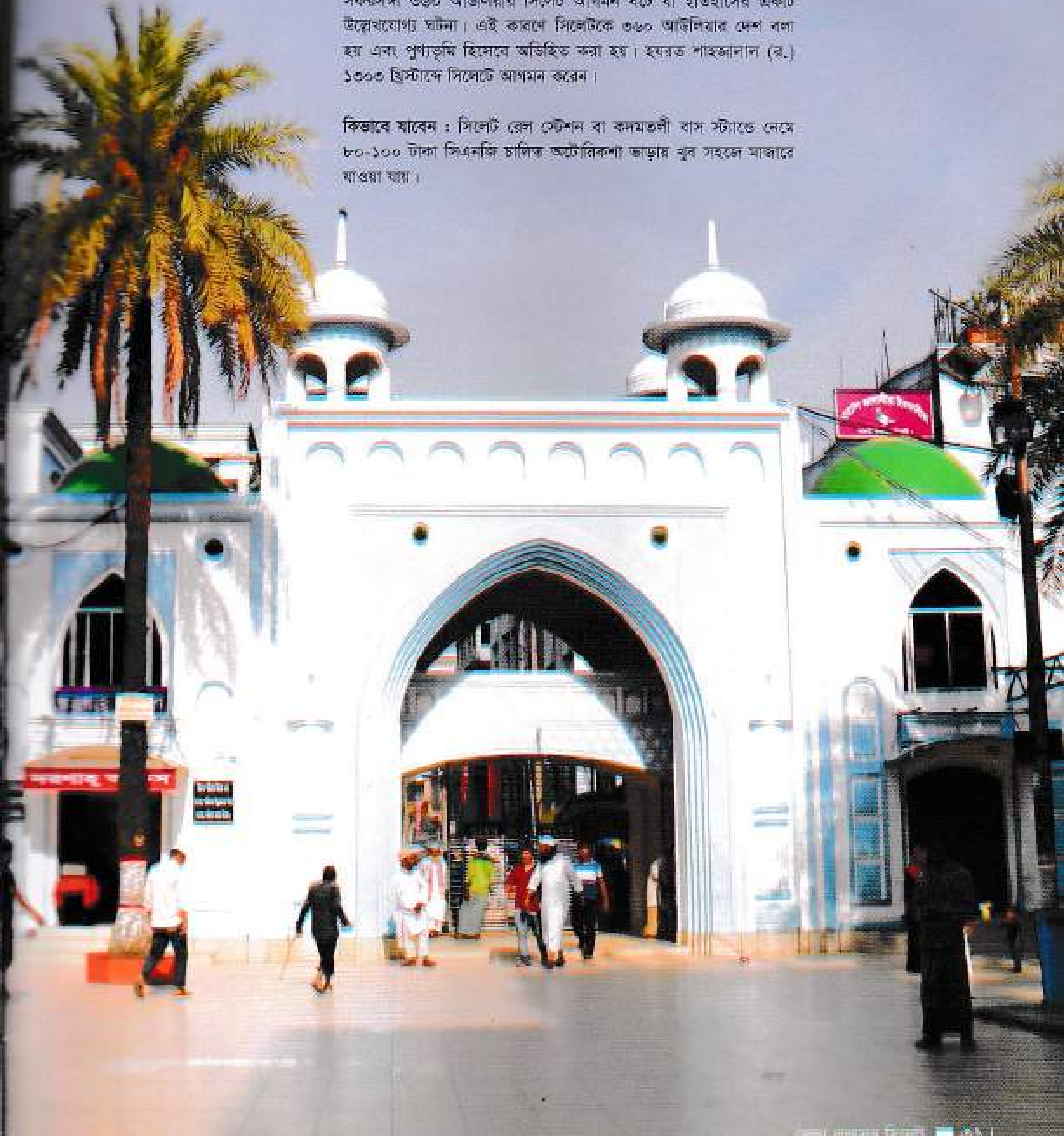

## The Shrine of Hazrat Shahjalal (R.)

Hazrat Shahjalal (R.) was one of the famous sufi-saints of this sub-continent. He preached the light of 'Islam' in Sylhet. He came in Sylhet along with 360 companions hearing the oppression on the first muslim Gaji Burhan Uddin (R.) by the then ruler, Gourgobindha which was a noteworthy incident of history. For that reason, Sylhet is called the city of 360-saints. Besides this, people call Sylhet the 'holy city'. Hazrat Shahjalal (R.) came in Sylhet in 1303 AD.

**How to go :** From the Bus Stand of Kodomtoli or Sylhet Railway Station, one can go to the shrine very easily. The fare will be about Tk.80-100 by CNG driven auto-rickshaw.

## হযরত শাহ্ পরান (র.)-এর মাজার

হযরত শাহ্ পরান (র.) শায়িত আছেন সিলেটের খাদিমপাড়ায়। সিলেট শহরের প্রায় ৮ কি.মি. পূর্ব দিকে সিলেট-তামাবিল সড়ক থেকে প্রায় ০.৩ কি. মি. ভিতরে সু-উচ্চ ও মনোরম টিলায় অবস্থিত হযরত শাহ্ পরান (র.)-এর মসজিদ ও দরগাহ। মসজিদের পূর্বদিকে রয়েছে সমাধিটি।

হযরত শাহ্ পরান (র.)-এর পূর্ব-পুরুষগণ মূলতঃ বোখারা শহরের অধিবাসী ছিলেন। কথিত আছে হযরত শাহ্ পরান (র.) ছিলেন হযরত শাহজালাল (র.)-এর ভাগ্নে। ১১ বছর বয়সে বাবাকে হারান হযরত শাহ্ পরান (র.)। হযরত শাহজালাল (র.) যখন বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তিনিও মামার সঙ্গী হন। শাহজালাল (র.)-এর নির্দেশে শাহ্ পরান (র.) খাদিমনগর এলাকায় এসে ধর্ম প্রচার শুরু করেন।

**কিভাবে যাবেন :** সিলেট রেল স্টেশন বা কদমতলী বাস স্ট্যান্ডে নেমে ১০০-১৫০ টাকা সিএনজি চালিত অটোরিকশা ভাড়ায় খুব সহজে মাজারে যাওয়া যায়।

## The Shrine of Hazrat Shahporan (R.)

The shrine of Hazrat Shahporan (R.) is situated at Khadimpara in Sylhet. The shrine and the mosque of Hazrat Shahporan (R.) are situated at the top of a beautiful hill which is only 8 km away (east) from Sylhet town and 1 km away from the Sylhet-Tamabil road. The shrine lies at the east of the mosque. The ancestors of Hazrat Shahporan (R.) were the inhabitants of Bokhara city of Afghanistan. It is said that, he is the nephew of Hazrat Shahporan (R.). His father passed away when he was only 11 years old. When Hazrat Shahjalal (R.) came in Sylhet, Hazrat Shahporan (R.) accompanied him. Under the direction of Hazrat Shahjalal (R.), he started preaching Islam in Khadimnagar.

**How to go :** One can reach the shrine of Hazrat Shahporan (R.) by CNG Auto-Rickshaw. It will cost 100-150 taka.

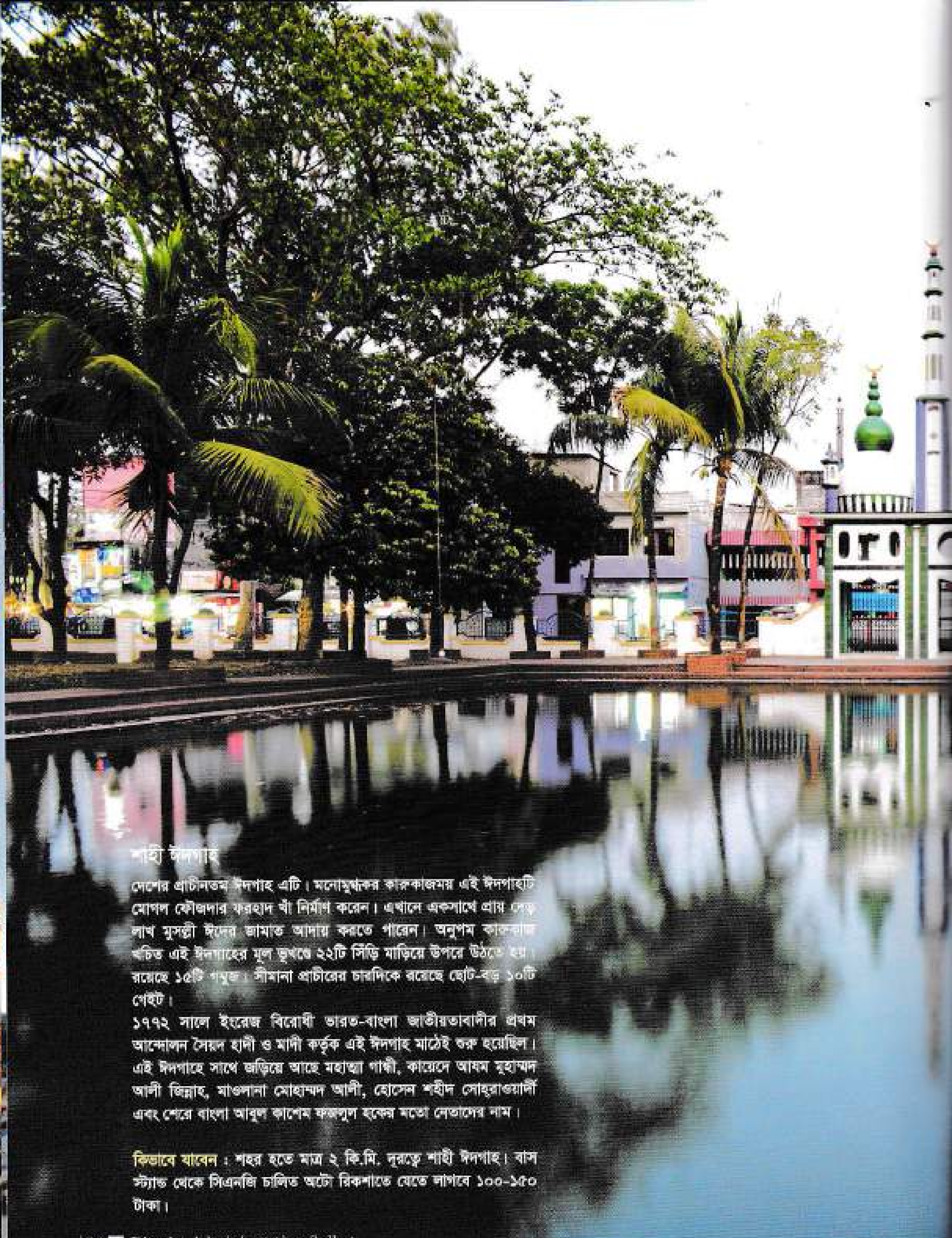

## শাহী ঈদগাহ

দেশের প্রাচীনতম ঈদগাহ এটি। মনোমুগ্ধকর কারুকাজময় এই ঈদগাহটি মোগল ফৌজদার ফরহাদ খাঁ নির্মাণ করেন। এখানে একসাথে প্রায় দেড় লাখ মুসল্লী ঈদের জামাত আদায় করতে পারেন। অনুপম কারুকাজ খচিত এই ঈদগাহের মূল ভূখণ্ডে ২২টি সিঁড়ি মাড়িয়ে উপরে উঠতে হয়। রয়েছে ১৫টি গম্বুজ। সীমানা প্রাচীরের চারদিকে রয়েছে ছোট-বড় ১০টি গেইট।

১৭৭২ সালে ইংরেজ বিরোধী ভারত-বাংলা জাতীয়তাবাদীর প্রথম আন্দোলন সৈয়দ হাদী ও মাদী কর্তৃক এই ঈদগাহ মাঠেই শুরু হয়েছিল। এই ঈদগাহে সাথে জড়িয়ে আছে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হকের মতো নেতাদের নাম।

**কিভাবে যাবেন :** শহর হতে মাত্র ২ কি.মি. দূরত্বে শাহী ঈদগাহ। বাস স্ট্যান্ড থেকে সিএনজি চালিত অটো রিকশাতে যেতে লাগবে ১০০-১৫০ টাকা।

## Shahi Eidgah

It is one of the oldest eidgahs of Bangladesh. The Mughal Foujdar (magistrate or commander of the military force) Forhad Kha built it with a fascinating architecture. Here, about 1.5 lac Musallee (those who offer prayer) can offer the prayer of Eid together. There are 22 starecases there to be climbed to reach the main part of this beautiful Eidgah. There are 15 domes which enhanced the beauty of Eidgah. There are 10 gates around the border of Eidgah. The first India-Bangla Nationalism movement was held against the British regime in the field of Eidgah by Sayeed Hadi and Sayeed Madi in 1772.

Mahatma Gandhi, Kayade Azam Muhammad Ali Jinnah, Maulana M. Ali, Hossain Shahid Showrawardi and Sher E. Bangla A. K. Fazlul Haque came here.

**How to go:** It is only 2 km. away from town. It will be cost about Tk. 100-150 by CNG driven auto-rickshaw.

## গাজী বোরহান উদ্দীন (র.)-এর মাজার

গাজী বোরহান উদ্দীন (র.)-এর মাজার সিলেট বিভাগের প্রথম মুসলমান সমাধি। গৌড় রাজ্যের অধিবাসী বোরহান উদ্দীন নিজ ছেলের জন্মদিনে গরু জবাই করে গৌড়ের হিন্দু রাজা গৌড় গোবিন্দের কাছে অপরাধী সাব্যস্ত হন। এই কারণে, বোরহান উদ্দীনের শিশু ছেলেকে ধরে নিয়ে হত্যা করে গৌড় গোবিন্দ। বোরহান উদ্দীন বাংলার তৎকালীন রাজা শামস উদ্দীন ফিরোজ শাহের নিকট এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ করেন। এর জের ধরেই এ অঞ্চলে আসেন হযরত শাহজালাল (র.) সহ তাঁর সফরসঙ্গী ৩৬০ আউলিয়া।

**কিভাবে যাবেন :** মাজারটি শহরের কাছে কুশিঘাট এলাকায় অবস্থিত। সিএনজি চালিত অটোরিকশায় যেতে লাগবে ১০০-১৫০ টাকা।

## The Shrine of Gaji Burhan Uddin (R.)

The shrine of Gaji Burhan Uddin is the first muslim grave in Sylhet division. He was accused of sacrificing a cow to Allah on the occasion of his son's birthday during the reign of the ruler Gourgobindha. For that reason, Gobindha, the then king, killed the child of Gaji Burhan Uddin (R.). Gaji Burhan Uddin informed the matter to Shams Uddin Firuz, the then king of Bangla. Following the heinous killing, Hazrat Shahjalal (R.) came in Sylhet along with his 360 companions.

**How to go :** It is situated at Kushighat area in Sylhet city. It will cost Tk. 100-150 by CNG auto-rickshaw.

## আলী আমজাদের ঘড়ি

আলী আমজাদের ঘড়ি উনবিংশ শতকের একটি স্থাপনা। এই ঘড়ি সুরমা নদীর তীরে ক্বীন ব্রিজের পাশেই। ঘড়ির ডায়ামিটার আড়াই ফুট এবং কাঁটা দুই ফুট লম্বা। ১৮৭৪ সালে সিলেটের কুলাউড়ার পৃত্থিমপাশার শিয়া জমিদার আলী আমজদ খান ঘড়িটি স্থাপন করেন। লোহার খুঁটির উপর ঢেউটিন দিয়ে সুউচ্চ গম্বুজ আকৃতির স্থাপত্যশৈলীর ঘড়ি ঘরটি তখন থেকেই আলী আমজদের ঘড়ি নামে পরিচিত। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার বাহিনীর গোলার আঘাতে প্রাচীন এই ঘড়িটি বিধ্বস্ত হয়। স্বাধীনতার পর এটি মেরামত হলেও কিছুদিন পর বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ১৯৮৭ সালে এটি আবার চালু করা হয়।

| | |
|---|---|
| দৈর্ঘ্য | : ৯ ফুট ৮ ইঞ্চি |
| প্রস্থ | : ৮ ফুট ১০ ইঞ্চি |
| নীচ থেকে ছাদ পর্যন্ত উচ্চতা | : ১৩ ফুট |
| ছাদ থেকে ঘড়ি অংশের উচ্চতা | : ৭ ফুট |
| ঘড়ির উপরের অংশের উচ্চতা | : ৬ ফুট |
| মোট উচ্চতা | : ২৬ ফুট |

## Ali Amzad's Clock Tower

Ali Amzad's Clock Tower is a structure of nineteenth century. It is the oldest clock tower located on the bank of Surma River in Sylhet. It is known as "the Big Ben of Sylhet" and is a popular attraction of Sylhet near the Keane Bridge. The diameter of the clock is 2.5 feet and the length of the clock's hand is 2 feet. Ali Amzad Khan, the landlord of former Prithim-Passa estate, set the clock in 1874. The high dome-shaped and tin-made architectural clock tower was set on the iron made pillars and since then it was known as Ali Amzad's clock tower. The clock was destroyed by the bullets of Pakistani army at the time of liberation war. After independence, it was repaired but became out of service after a few days. After a long time, it was re-launched in 1987.

| | |
|---|---|
| Length | : 9 feet 8 inches. |
| Width | : 8 feet 10 inches. |
| Height from base to ceiling | : 13 feet. |
| Height of the upper part of the dock | : 6 feet. |
| Total height | : 26 feet. |

## ক্বীনব্রিজ

ক্বীন ব্রিজকে সিলেটের প্রবেশদ্বার বলা হয়। সুরমা নদীর ওপর স্থির দাঁড়িয়ে থাকা এই ব্রিজ পথচারীদের জানান দেয় যুগ যুগান্তরের নানা রঙের ইতিহাস। এই ক্বীন ব্রিজ তৈরি করা হয় ১৯৩৩ সালে। ১৯৩৬ সালে ব্রিজটি আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেওয়া হয়। ব্রিজের নামকরণ করা হয় আসামের তৎকালীন গভর্নর মাইকেল ক্বীনের নামে। ক্বীন একবার সিলেট সফরে আসেন। তার স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতেই তার নামে এ ব্রিজের নামকরণ করা হয়। ব্রিজটি লোহা দিয়ে তৈরি। দেখতে ধনুকের ছিলার মত বাঁকানো। ব্রিজের দৈর্ঘ্য ১১৫০ ফুট। প্রস্থ ১৮ ফুট। ব্রীজটি তৈরী করাতে তখনকার দিনে ৫৬ লাখ টাকা খরচ হয়েছিল। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্থানী হানাদার বাহিনী ডিনামাইট দিয়ে ব্রিজের একটি অংশ উড়িয়ে দেয়। স্বাধীনতার পর কাঠ ও বেইলি পার্টস দিয়ে বিধ্বস্ত অংশটি মেরামত করা হয়।

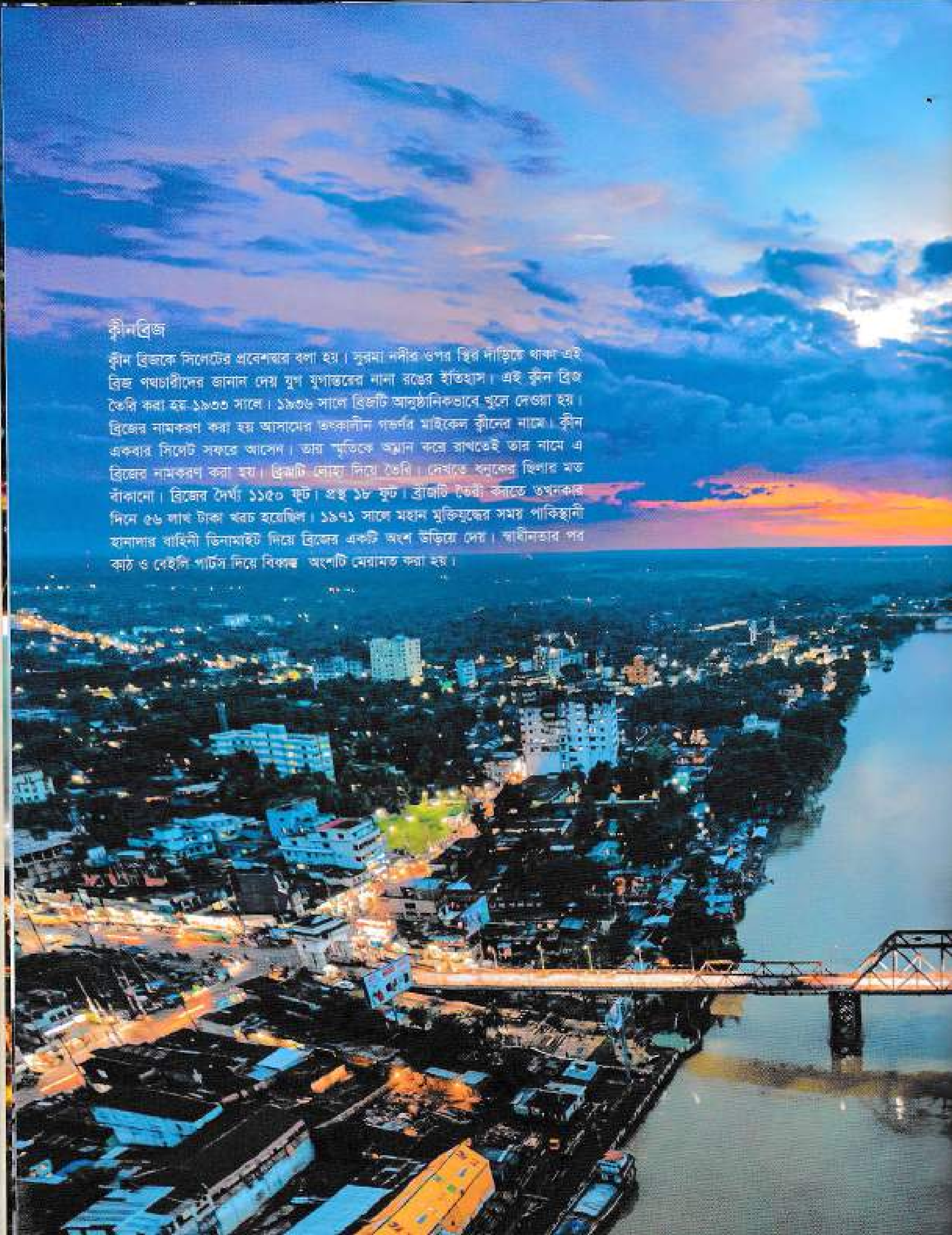

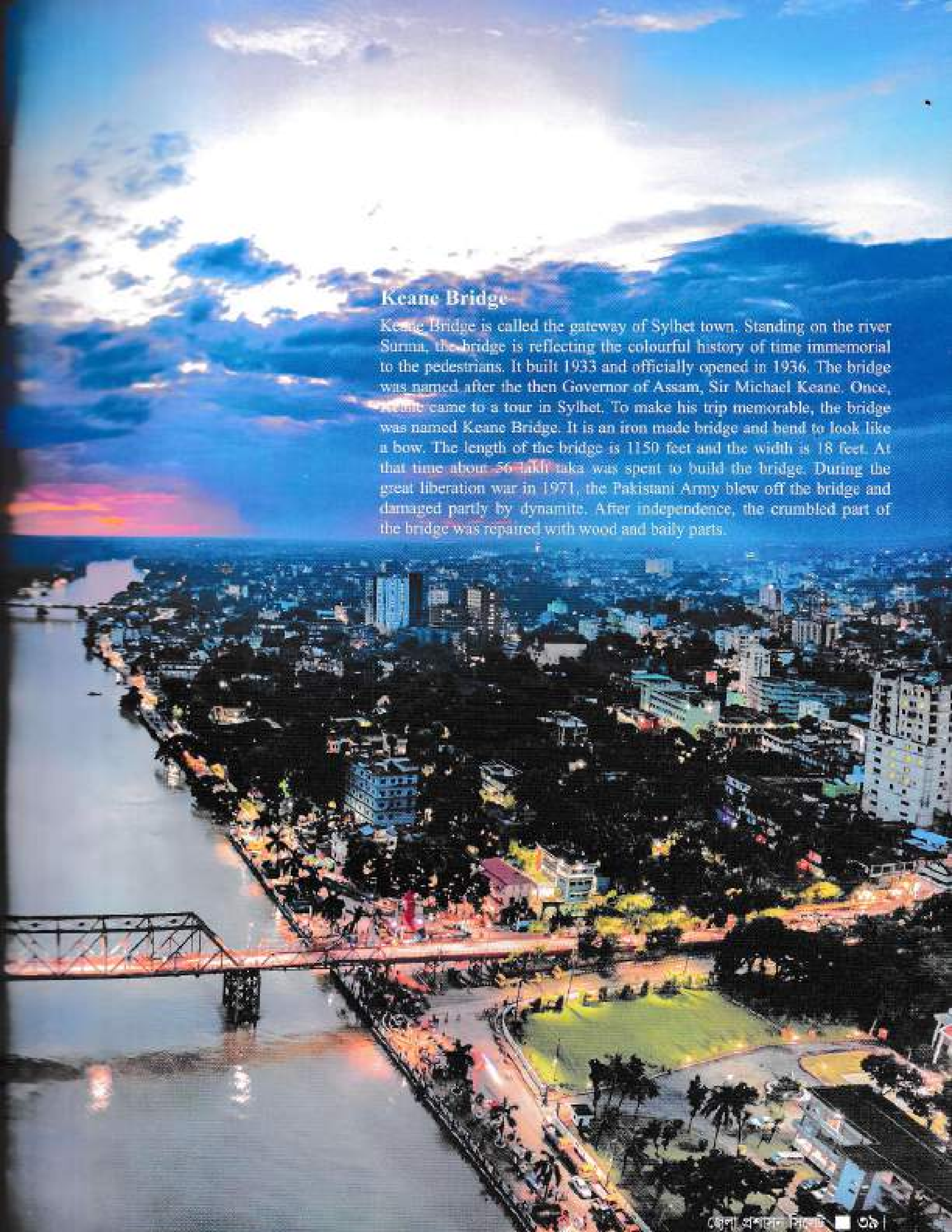

## Keane Bridge

Keane Bridge is called the gateway of Sylhet town. Standing on the river Surma, the bridge is reflecting the colourful history of time immemorial to the pedestrians. It built 1933 and officially opened in 1936. The bridge was named after the then Governor of Assam, Sir Michael Keane. Once, Keane came to a tour in Sylhet. To make his trip memorable, the bridge was named Keane Bridge. It is an iron made bridge and bend to look like a bow. The length of the bridge is 1150 feet and the width is 18 feet. At that time about 56 lakh taka was spent to build the bridge. During the great liberation war in 1971, the Pakistani Army blew off the bridge and damaged partly by dynamite. After independence, the crumbled part of the bridge was repaired with wood and baily parts.

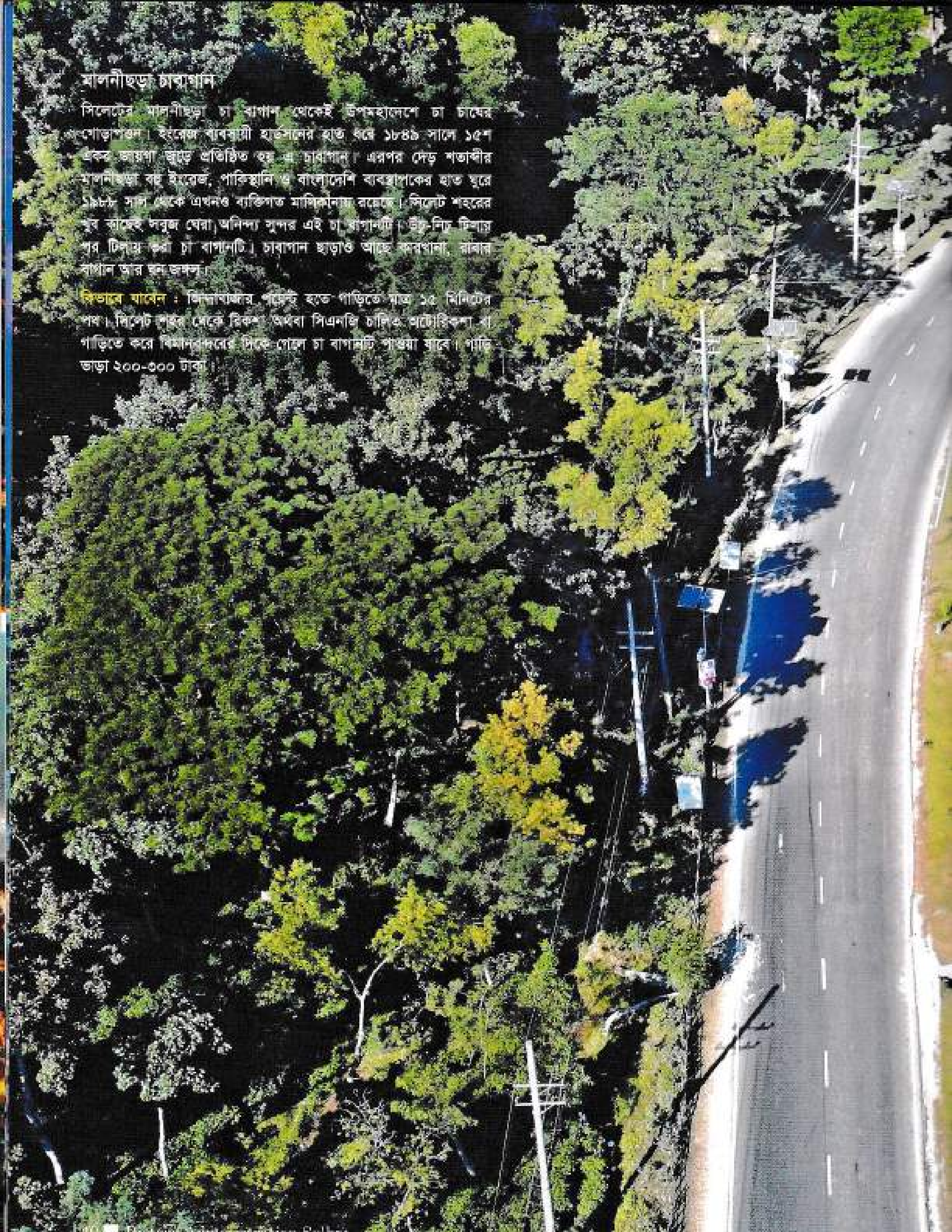

## মালনীছড়া চাবাগান

সিলেটের মালনীছড়া চা বাগান থেকেই উপমহাদেশে চা চাষের গোড়াপত্তন। ইংরেজ ব্যবসায়ী হার্ডসনের হাত ধরে ১৮৪৯ সালে ১৫শ একর জায়গা জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয় এ চাবাগান। এরপর দেড় শতাব্দীর মালনীছড়া বহু ইংরেজ, পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি ব্যবস্থাপকের হাত ঘুরে ১৯৮৮ সাল থেকে এখনও ব্যক্তিগত মালিকানায় রয়েছে। সিলেট শহরের খুব কাছেই সবুজ ঘেরা অনিন্দ্য সুন্দর এই চা বাগানটি। উঁচু-নিচু টিলার পর টিলায় ভরা চা বাগানটি। চাবাগান ছাড়াও আছে কারখানা, রাবার বাগান আর বন জঙ্গল।

**কিভাবে যাবেন :** জিন্দাবাজার পয়েন্ট হতে গাড়িতে মাত্র ১৫ মিনিটের পথ। সিলেট শহর থেকে রিকশা অথবা সিএনজি চালিত অটোরিকশা বা গাড়িতে করে বিমানবন্দরের দিকে গেলে চা বাগানটি পাওয়া যাবে। গাড়ি ভাড়া ২০০-৩০০ টাকা।

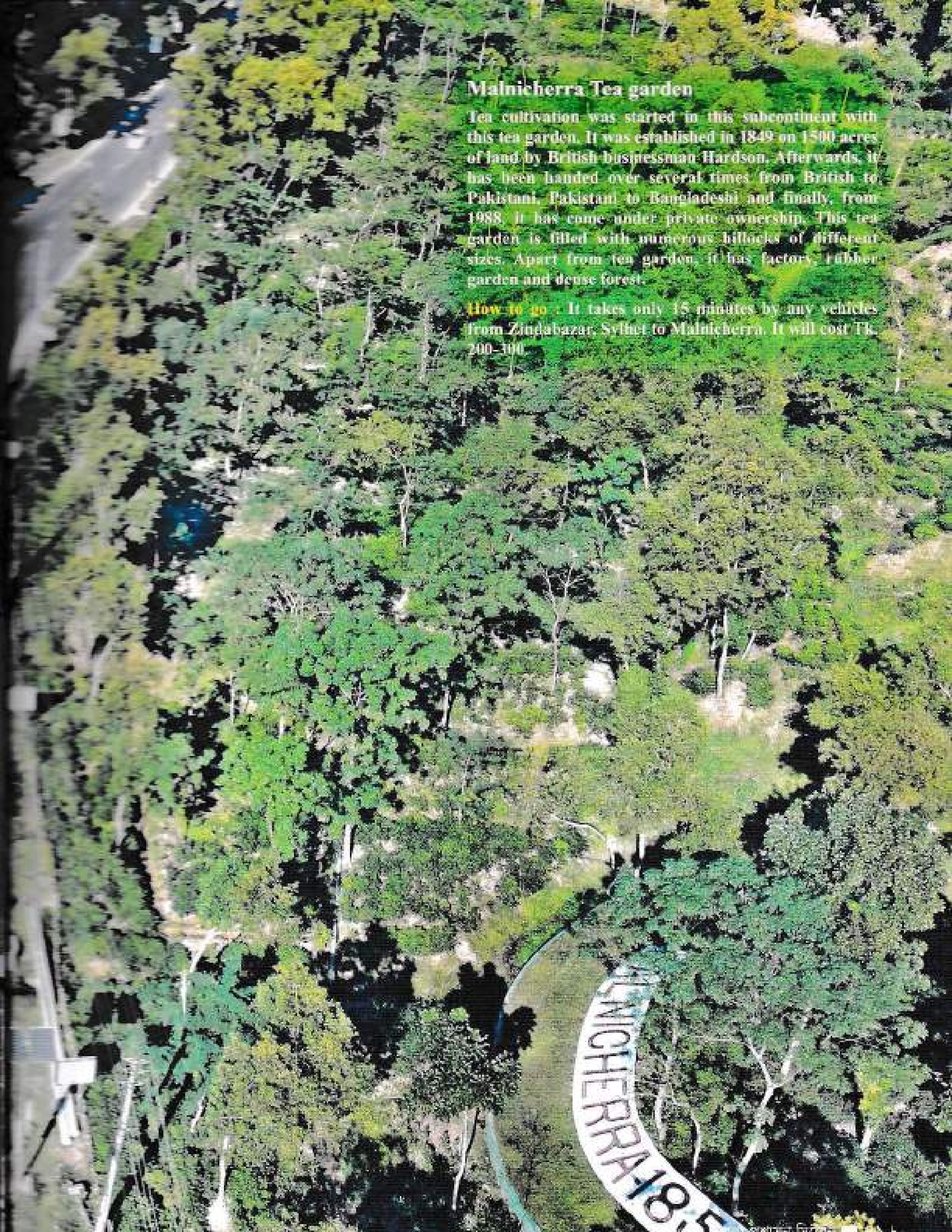

## Malnicherra Tea garden

Tea cultivation was started in this subcontinent with this tea garden. It was established in 1849 on 1500 acres of land by British businessman Hardson. Afterwards, it has been handed over several times from British to Pakistani, Pakistani to Bangladeshi and finally, from 1988, it has come under private ownership. This tea garden is filled with numerous hillocks of different sizes. Apart from tea garden, it has factory, rubber garden and dense forest.

**How to go** : It takes only 15 minutes by any vehicles from Zindabazar, Sylhet to Malnicherra. It will cost Tk. 200-300.

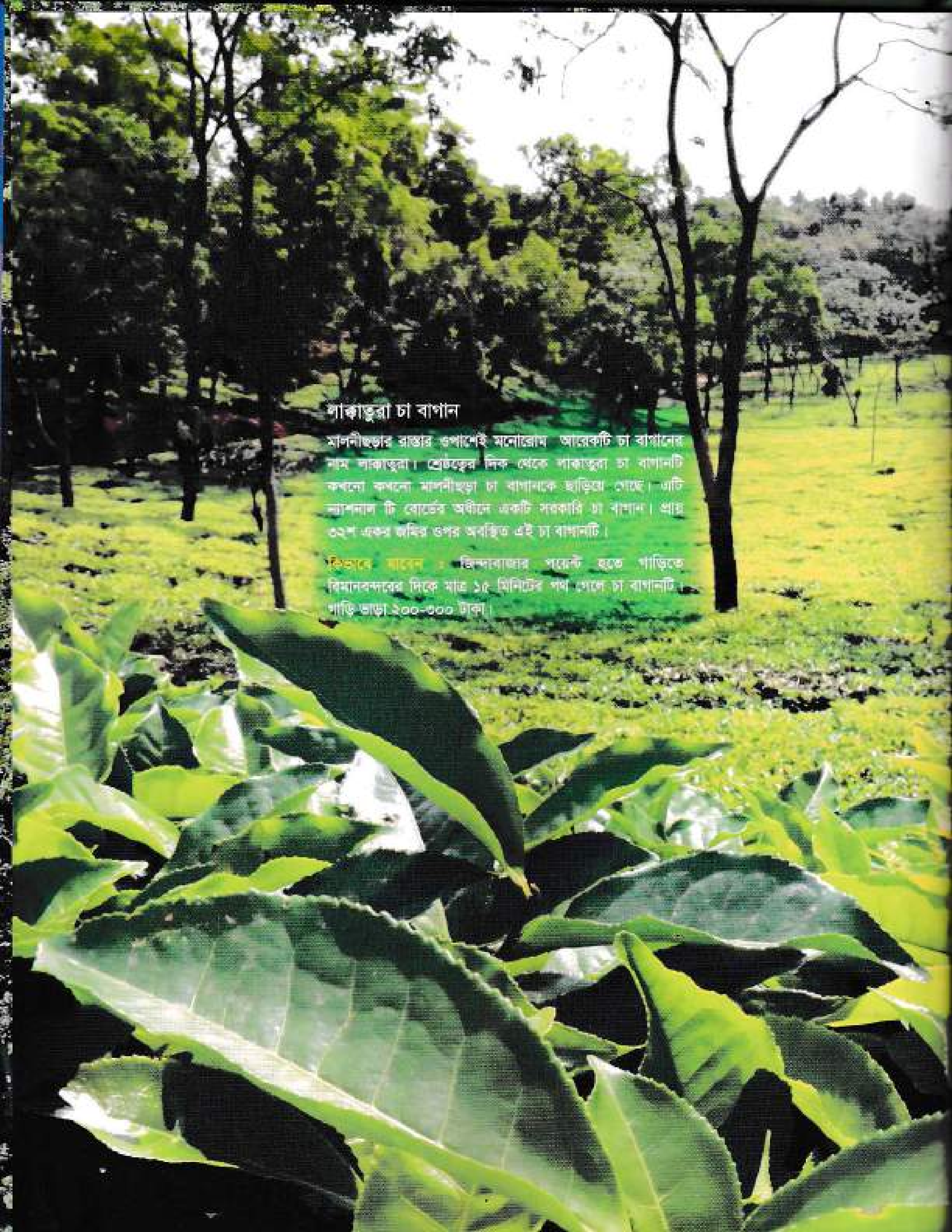

## লাক্কাতুরা চা বাগান

মালনীছড়ার রাস্তার ওপাশেই মনোরোম  আরেকটি চা বাগানের নাম লাক্কাতুরা। শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে লাক্কাতুরা চা বাগানটি কখনো কখনো মালনীছড়া চা বাগানকে ছাড়িয়ে গেছে। এটি ন্যাশনাল টি বোর্ডের অধীনে একটি সরকারি চা বাগান। প্রায় ৩২শ একর জমির ওপর অবস্থিত এই চা বাগানটি।

**কিভাবে যাবেন :** জিন্দাবাজার পয়েন্ট হতে গাড়িতে বিমানবন্দরের দিকে মাত্র ১৫ মিনিটের পথ গেলে চা বাগানটি। গাড়ি ভাড়া ২০০-৩০০ টাকা।

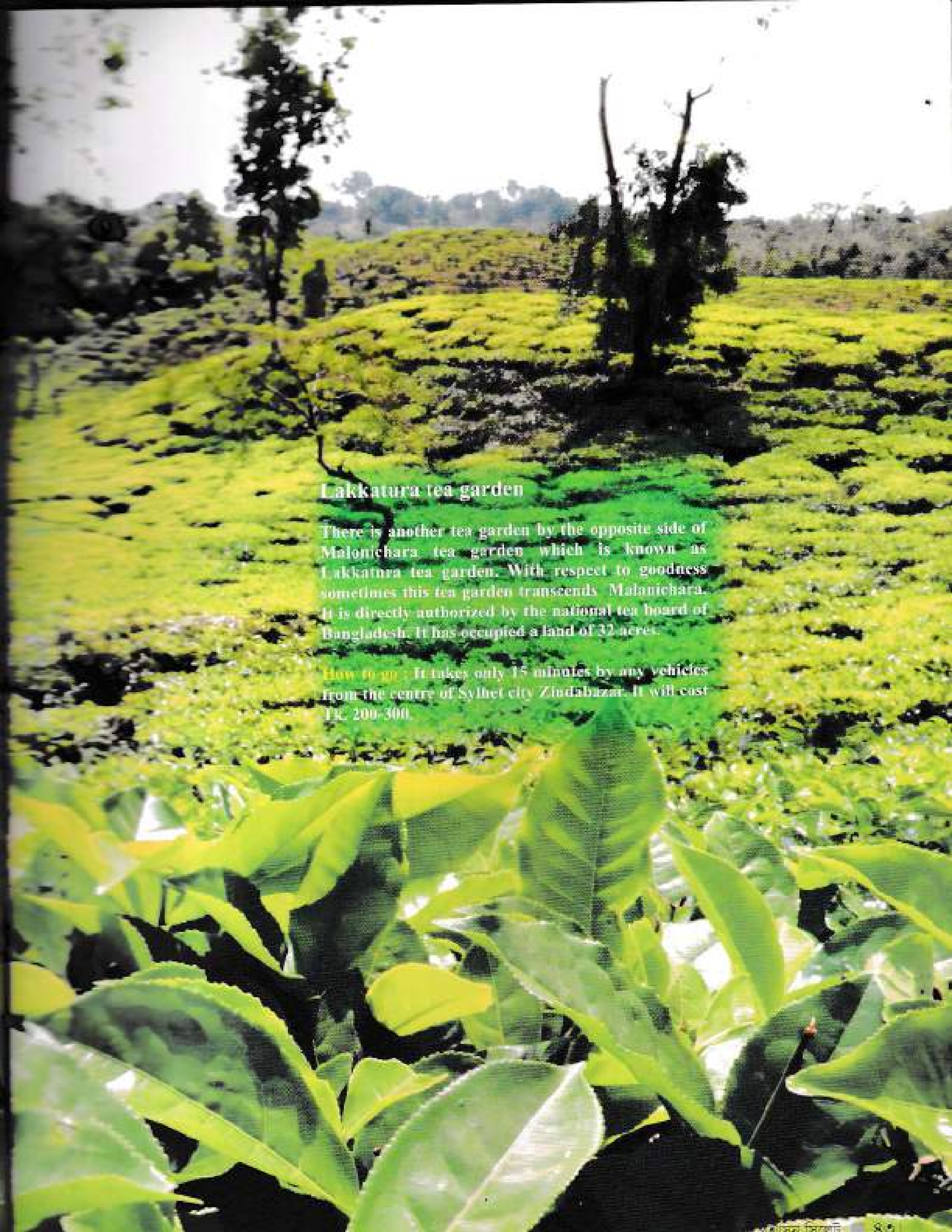

## Lakkatura tea garden

There is another tea garden by the opposite side of Malonichara tea garden which is known as Lakkatura tea garden. With respect to goodness sometimes this tea garden transcends Malanichara. It is directly authorized by the national tea board of Bangladesh. It has occupied a land of 32 acres.

**How to go :** It takes only 15 minutes by any vehicles from the centre of Sylhet city Zindabazar. It will cost Tk. 200-300.

## জৈন্তিয়া রাজবাড়ি

ভারতবর্ষের বেশিরভাগ এলাকা যখন মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল তখনও জৈন্তিয়াপুর রাজ্যে ছিল স্বতন্ত্র শাসন। শতবর্ষের ঐতিহ্য বুকে ধারন করে আজও দাড়িয়ে আছে ঐতিহাসিক জৈন্তিয়া রাজবাড়ি। ১৫০০-১৮৩৫ সাল পর্যন্ত ২৩ জন খাসিয়া রাজা জৈয়িন্তা শাসন করেন। একসময় সিলেট অঞ্চলের বেশিরভাগ এলাকা জৈয়িন্তা রাজ্যের অধীনে ছিল।

১৮৩৫ সালের ১৬ মার্চ, হ্যারি সাহেব নামক ইংরেজ চুনাপাথর ব্যবসায়ী জৈয়িন্তার রাজধানী নিজপাট শহরে এসে রাজা রাজেন্দ্র সিংহকে কূট-কৌশলে বিনাযুদ্ধে বন্দি করেন। জৈন্তিয়া রাজ্যের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। সেসময় বহু মূল্যবান সম্পদ লুট করে নিয়ে যায় ইংরেজেরা। তবে, রাজবাড়ি, জৈন্তিয়া রাজ্যের নাশান স্থাপনা, মেঘাতিলক, কালা পাথর ও বিজয় সিংহ মহারাজার স্মৃতি মন্দিরসহ রাজ্যের পুরাতন নিদর্শনগুলো এখনও আছে।

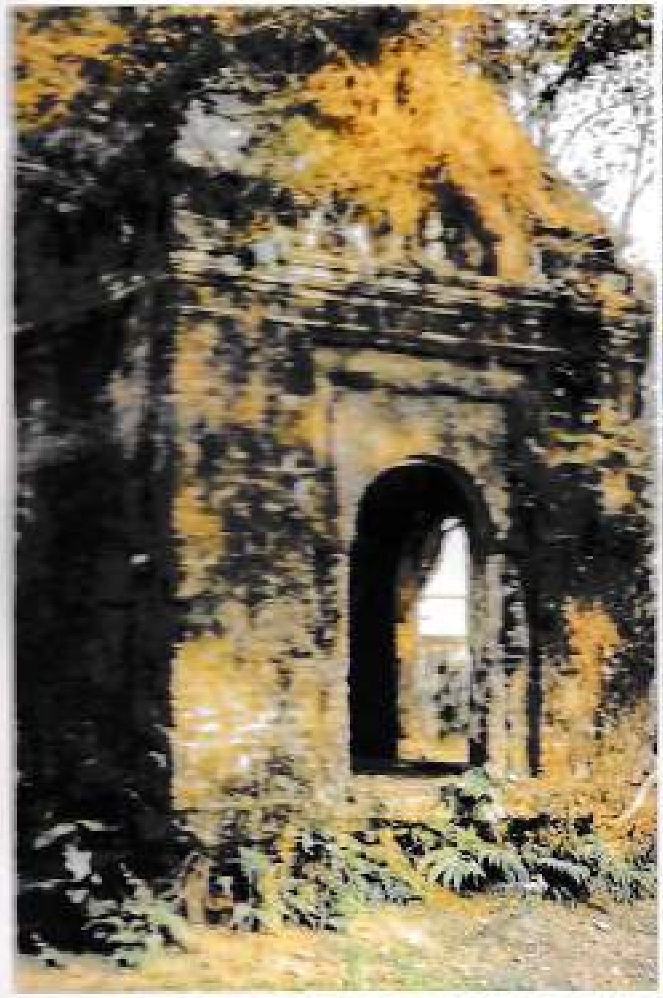

## Jaintia Rajbari

When maximum areas of Indian subcontinent were under Mughal Empire, still then Jainta Kingdom had independent regime. Keeping the tradition of 100 years on its surface, still today historical Jaintia Rajbari exists. 23 Khasia king ruled Jaintia from 1500 to 1835. Once, maximum areas of Sylhet region were under Jaintia Kingdom.

On 16 March, 1835, Mr. Harry, British limestone businessman coming to Janitia capital- Nijpat city, imprisoned Raja Rajendra Singh in a diplomatic policy without any war. The sun of freedom was set out. At that time the British left looting many valuable assets. But still there are Rajbari, many installations of Jaintia Kingdom, Megathilak, Black stones and temple memorium of Bijoy Singh Moharaja including ancient patterns.

## মণিপুরী রাজবাড়ি

সিলেটের মির্জাজাঙ্গালে অবস্থিত মণিপুরী রাজবাড়ি প্রাচীন স্থাপত্য কীর্তির অন্যতম নির্দশন। রাজবাড়ির নির্মাণ শৈলী এ অঞ্চলের কৃষ্টি-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাজা গম্ভীর সিংয়ের স্মৃতিবন্য এই বাড়িটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে স্বকীয়তা হারালেও আকর্ষণ হারায়নি। বাড়ির প্রধান ফটক, সীমানা দেয়াল, মনোহর কারুকাজের সিড়ি ও বালাখানার ধ্বংসাবশেষ বর্তমান মনীপুরী রাজবাড়ির স্মৃতিসম্বল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই রাজবাড়িটি তৈরি হয়। ১৮১৯-১৮২৬ সাল মণিপুরীদের কালো অধ্যায়। ১৮২২ সালে মণিপুরী রাজ্যের সাথে বার্মার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। যুদ্ধের পর তৎকালীন বৃটিশ উপনিবেশ শাসকদের আশ্রয়ে সিলেটেই তারা বসতি স্থাপন করেন।

## Manipuri Rajbari

Manipuri Rajbari is one of the most ancient architectures situated in Mirzazangal, Sylhet. Rajbari's architectural design of construction is a part and parcel of this area's culture. Though the reminiscent house of Raja Gambhir Singh has lost it's singularity due to natural disaster and preservation, the attraction has not been lost yet. Main gate of the house, boundary wall, stairs of architectural design, old relics of house are present assets of memory. This house was established in 19th century. 1819-1826 was the black chapter of Manipuri communities. In 1822, a war between Manipuri kingdom and Myanmar was held. One third of the population died in the war. After the war, with the shelter of the then British colonial ruler, they set up their settlement in Sylhet.

## নাগরী লিপি

সিলেটের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উজ্জ্বলতম দলিল নাগরী লিপি। গবেষক ও ভাষা বিজ্ঞানীদের কাছে এটি রীতিমতো বিস্ময়। এটি সিলেট অঞ্চলের একান্ত নিজস্ব সম্পদ। নাগরীর অক্ষর মাত্র ৩২টি। যুক্ত বর্ণ সাধারণত ব্যবহার করা হয় না। নাগরীতে রচিত পুঁথি পুস্তকের বিষয়বস্তু প্রধানত নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত, ইসলামী ইতিহাস, ঐতিহ্য, কাহিনী এবং রাগ, বাউল ও মরমী সঙ্গীত। এই পর্যন্ত নাগরী হরফে মুদ্রিত ৮৮টি গ্রন্থসহ ১৪০টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে।

নাগরী সাহিত্যে ছাদেক আলী সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি। তাছাড়া মুন্সী ইরপান আলী, দৈখুরা মুন্সী, আব্দুল ওহাব চৌধুরী, আমান উল্যা, ওয়াজি উল্যা, শাহ হরমুজ আলী, হাজী ইয়াছিনসহ ৫৬ জন লেখকের পরিচিতি পাওয়া গেছে। গোলাম হুসনের লিখিত 'তালিব হুসন'কে নাগরীলিপিতে রচিত প্রথম গ্রন্থ ধরা হয়।

ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, চতুর্দশ শতাব্দীকে নাগরী লিপির প্রচলন কাল। আবার কেউ কেউ মনে করেন, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে মোঘলদের হাতে বিতাড়িত হয়ে সিলেটে আসা আফগান পাঠানদের হাতে এর সৃষ্টি।

বৃহত্তর সিলেট, কাছাড়, করিমগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় নাগরী লিপি ও সাহিত্যের প্রচার ও সমাদর ছিল। এখন নাগরীর চর্চা কম হলেও তা একেবারে হারিয়ে যায়নি

## Nagri Script

Nagri script is one of the most attractive documents of Sylhet's cultural tradition. It is generally a surprise for researchers and language scientists. It is a special own property of Sylhet region. Nagri has got 32 alphabets. Compound alphabets are no generally used.

The subject-matter of books written in Nagri are mainly Namaz, Fasting, Hajj, Zakat, Islamic History, Tradition, Story and anger, Baul and Mystic music. Till now 88 books including 140 books printed in Nagri are obtained. Sadek Ali is the most popular poet in Nagri literature. Besides, 56 writers including Munshi Irpan Ali, Dhaikhura Munshi, Abdul Wahab Chowdhury, Aman Ullah, Wazi Ullah, Shah Hormuj Ali, Haji Yasin Ali are famous and 'Talib Hussain' written in Nagri by Gulam Hussain is considered the first book.

Dr. Suniti Kumar Chattrapadhyay assumes, 14th century is called the commencing time for Nagri Script. Nagri script and literature were extended and appreciated in greater Sylhet, Kasar, Karimgonj, Mymensing and Kishoregonj area.

## মণিপুরী শাড়ি

সিলেটের মণিপুরী সম্প্রদায়ের এক ঐতিহ্যের নাম 'মণিপুরী শাড়ি'। শাড়ির রঙ ও নকশাই বলে দেবে এটি মণিপুরী শাড়ি। এ শাড়ির মূল বৈশিষ্ট্য প্রতিটি শাড়ির পাড়ে, জমিনে, আঁচলে থাকবে মাইরাংগে (টেম্পল) বা মন্দিরের প্রতিকৃতি। মণিপুরী শাড়ি বরাবরই তৈরি হয় উজ্জ্বল রঙের সুতায়। সিলেটের আম্বরখানা, শিবগঞ্জের মণিপুরী পাড়া, কুশিঘাট, লামাবাজার, খাদিমপাড়া, বাগবাড়ি, মির্জাজাঙ্গাল, কোম্পানিগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট এলাকায় তৈরি হয় এই শাড়ি।

## Manipuri Sharee

Monipuri Sharee is a traditional work of Sylhet Monipuri Communities. No need to describe, the color and design says it is Monipuri Sharee. The main feature of this sharee is its weaving and texture. The design of Mairang or tample is common in fringe of a Monipuri Sharee. It is colorful and cheery apparel that captures the essence of beauty and allure of a woman. This Sharee produce in Ambarkhana, Khushighat, Lamabazar, Khadimpara, Bagbari, Mirzazangal, Companyganj and Gowainghat.

## সিলেটের ঐতিহ্য 'বেত শিল্প'

ঐতিহ্যবাহী বেতশিল্পের জন্য বিখ্যাত সিলেটের ঘাসিটুলার 'বেতপল্লী'। দেশের বেতের তৈরি আসবাবপত্রের সিংহভাগই যোগান দেয় সিলেটের বেত শিল্প। এই বেতপল্লীতে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ বেতপণ্য তৈরি করে। প্রচলিত আছে, বেত শিল্পকে বাঁচাতে ঘাসিটুলার ছেলেমেয়েদেরকে অন্য গ্রামে বিয়ে দেওয়া হতো না। সিলেটের বনজঙ্গলে খুব ভালো মানের বেত উৎপাদিত হওয়ায় বেত শিল্পের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। সিলেটে ১৮৮৫ সালে প্রথম বেত দিয়ে আসবাবপত্র বানানো শুরু হয়। এখন সিলেটে প্রায় ৫০ প্রকারের বেত জাতীয় পণ্য তৈরি হয়।

## Cane Art A Tradition of Sylhet

Ghashitula's "Cane region" of Sylhet is famous for traditional cane art. Cane furniture of country's major part is supplied from Sylhet. About five thousand people knit cane product in this cane region. In common, Ghashitula's boys and girls would have not got married in another village in order save cane art. Due to the production of very good quality based cane in jungles of Sylhet, the possibility of cane art is bright. In 1885, at first furniture made of cane was started in Sylhet. Now in Sylhet about 50 types of cane products are manufactured.

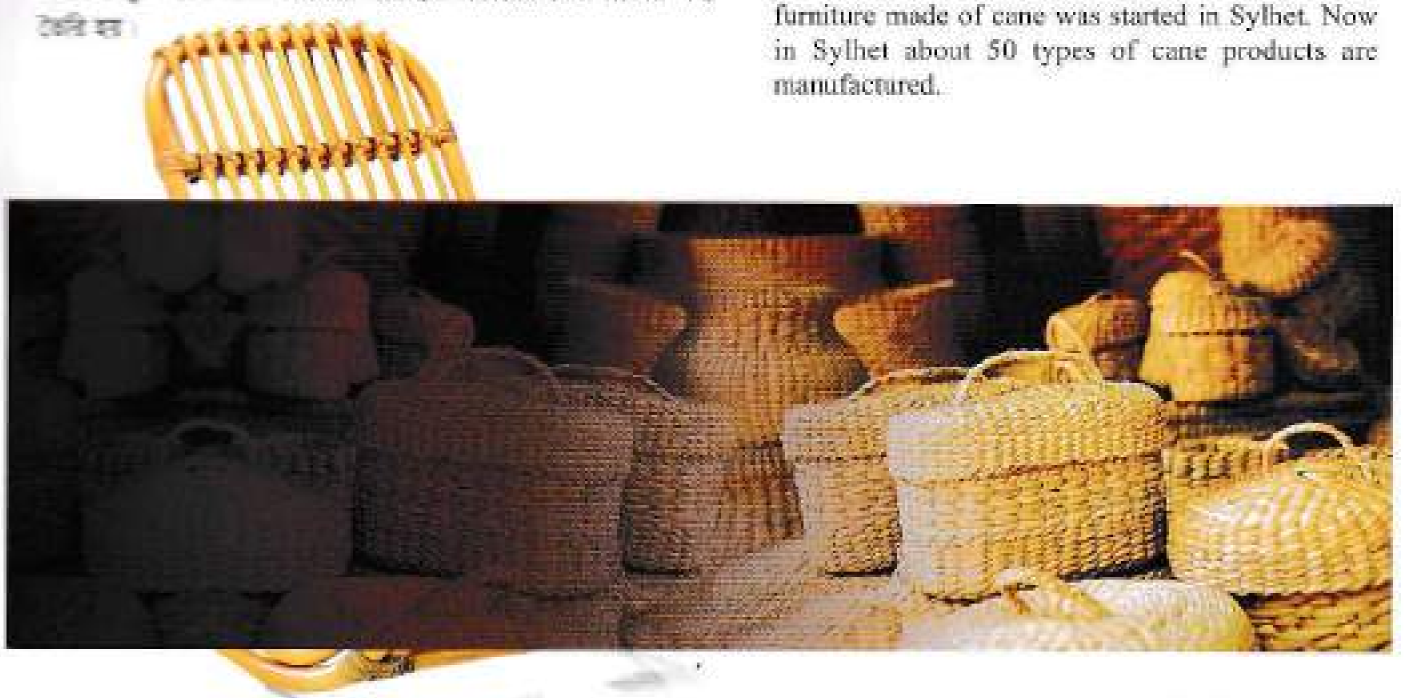

## সম্রাট আওরঙ্গজেব থেকে ইউনেস্কোর স্বীকৃতিতে 'শীতলপাটি'

মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে সিলেটের ঐতিহ্যবাহী রুপালি বেতের বোনা শীতল পাটি উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন মুর্শিদ কুলি খাঁ। ব্রিটিশ রানি ভিক্টোরিয়ার রাজদরবারেও পৌঁছেছিল এই পাটি। সিলেটের শীতলপাটির আভিজাত্যের মুকুটে আরেকটি পালক গুঁজে দিল জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো)। সূক্ষ্ম বুনন আর দৃষ্টিনন্দন নকশার কারণে শীতলপাটিকে ইউনেস্কো নির্বস্তুক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-২০১৭ (দ্য ইনটেনজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।
শীতলপাটির জন্য বিখ্যাত সিলেটের বালাগঞ্জ, বিশ্বনাথ, ওসমানীনগর, গোয়াইনঘাট। মুলত 'মূর্তা বেত' দিয়ে তৈরি করা হয় শীতল পাটি। কারুকাজভেদে শীতলপাটির রয়েছে আকর্ষণীয় নাম, যেমন-পয়সা, সিকি, শাপলা, সোনামুড়ি, টিক্কা, লালগালিচা, আধুলি, মিহি, নয়নতারা ইত্যাদি।

## 'Shitalpati' (Cool Plate)
## Acknowledged by UNESCO from The Emperor Aurangzeb

Murshid Quli Khan sent the traditional silver cane knitted Shitalpati of Sylhet as a gift to Mughal Emperor Aurangzeb. This pati also reached to the British Queen of Victoria. Sylhet's Shitalpati crowned by nobility is another feather in the United Nations, Education, Science and Culture Organization (UNESCO). Due to the fine knitting and eye-catching design, UNESCO recognized "Shitalpati" as The intangible Cultural Heritage of Humanity-2017.

Balaganj, Bishwanath,Osmaninagar and Gowainghat of Sylhet are famous for "ShitalPati". Actually, Shitalpati is made of Statue rattan. According to design, Shitalpati has got different interesting names like, Poisha, Shapla, Sunamuri, Tikka, Lalgalicha, Aduli, Mihi, Nayantara etc.

## সিলেটের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

সিলেটের পাহাড় ও সমতলের অরণ্যকে উপজীব্য করে এখানকার জল-কাদার সঙ্গে একাত্ম হয়ে বংশ পরম্পরায় বাস করছে সিলেটের আদিবাসী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার জনগোষ্ঠী।

## The Ethnic Groups of Sylhet

Indigenous people and minor ethnic groups of Sylhet in lineage in the plain forests and hilly lands of Sylhet.

### খাসিয়া

সিলেটের জাফলং এলাকায় বাস করে খাসিয়ারা। কমলা, তেজপাতা জুম চাষ, পান চাষ তাদের প্রধান পেশা। এরা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী।

### মণিপুরী

মণিপুরী সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ বাস করে সিলেট সদরে। এই জাতিগোষ্ঠীর প্রধান পেশা কৃষি কাজ, তাঁত। মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানা মণিপুরীদের সর্ববৃহৎ আবাসভূমি হলেও অনেক মণিপুরীর বাস সিলেটেও আছে। মণিপুরী নাচ সিলেটের ঐতিহ্য।

### পাত্র

সিলেট জেলার সদর, গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর ও কোম্পানীগঞ্জে পাত্র সম্প্রদায়ের বসবাস। তাদের প্রধান পেশা কৃষিকাজ, আবার কেউ কেউ কাঠ কয়লা বিক্রি করে থাকে। পাত্ররা সনাতন ধর্মাবলম্বী। সিলেটের প্রকৃত ভূমিসন্তান পাত্র সম্প্রদায়।

### ওঁরাও

সিলেটের শমসেরনগর, জাফলং, চাঁদবাগ, শিলুয়া এবং হোসনাবাদে অল্প কিছু পরিবার ওঁরাও বাস করে। এরা সূর্য ও চন্দ্রের পূজা করে। তাদের প্রধান দেবতা ধরমেশ। হাড়িয়া তাদের প্রিয় পানীয়।

### মুন্ডা

সিলেটের মুন্ডারা আলীনগর, শমসেরনগর, নারায়ণছড়া সহ বেশ কিছু গ্রামে বাস করে। সিলেটে এদের সংখ্যা কয়েক হাজার। মুন্ডাদের প্রধান জীবিকা হচ্ছে কৃষিকাজ। তারা পরজন্মে বিশ্বাসী এবং পূর্বপুরুষদের আত্মাকে পূজা করে। মুন্ডাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব সহরাই।

### The Khasia

The Khasia is one of the major matrilineal tribes in Bangladesh. Growing bananas, pineapples, oranges, cassia leaf, shifting cultivation and betel leaf cultivation are the main professions of Khasias. Most of the Khasias are Christians.

### The Manipuri

The Manipuries are one of the major ethnic communities of Bangladesh. They live in Sylhet. The main occupation of the indigenous people is agriculture and weaving. Manipuri dance is one of the cultural heritages of Sylhet.

### The Patra

The Patra community lives in Sylhet Sadar, Gowainghat, Jaintiapur and Companiganj of Sylhet district. Farming is their main occupation but some other Patras sell charcoal. The Patras are the followers of Hinduism. Patras are the real land children of Sylhet.

### The Oraons

Some Oraon families also live in Samshernagar, Jaflong, Chandbagh, Shilua and Husnabad areas of Sylhet. They worship different natural objects like sun and moon. "Harai" is their favourite drink.

### The Munda

Munda families of Sylhet live in some villages including Alinagar, Shamshernagar, Narayanchora of Sylhet Division. Several thousands of Mundas are living in Sylhet. Farming is the main occupation of Mundas. They believe on rebirth and they worship their ancestors' departed souls. "Shaharai" is the main religious festival of Mundas.

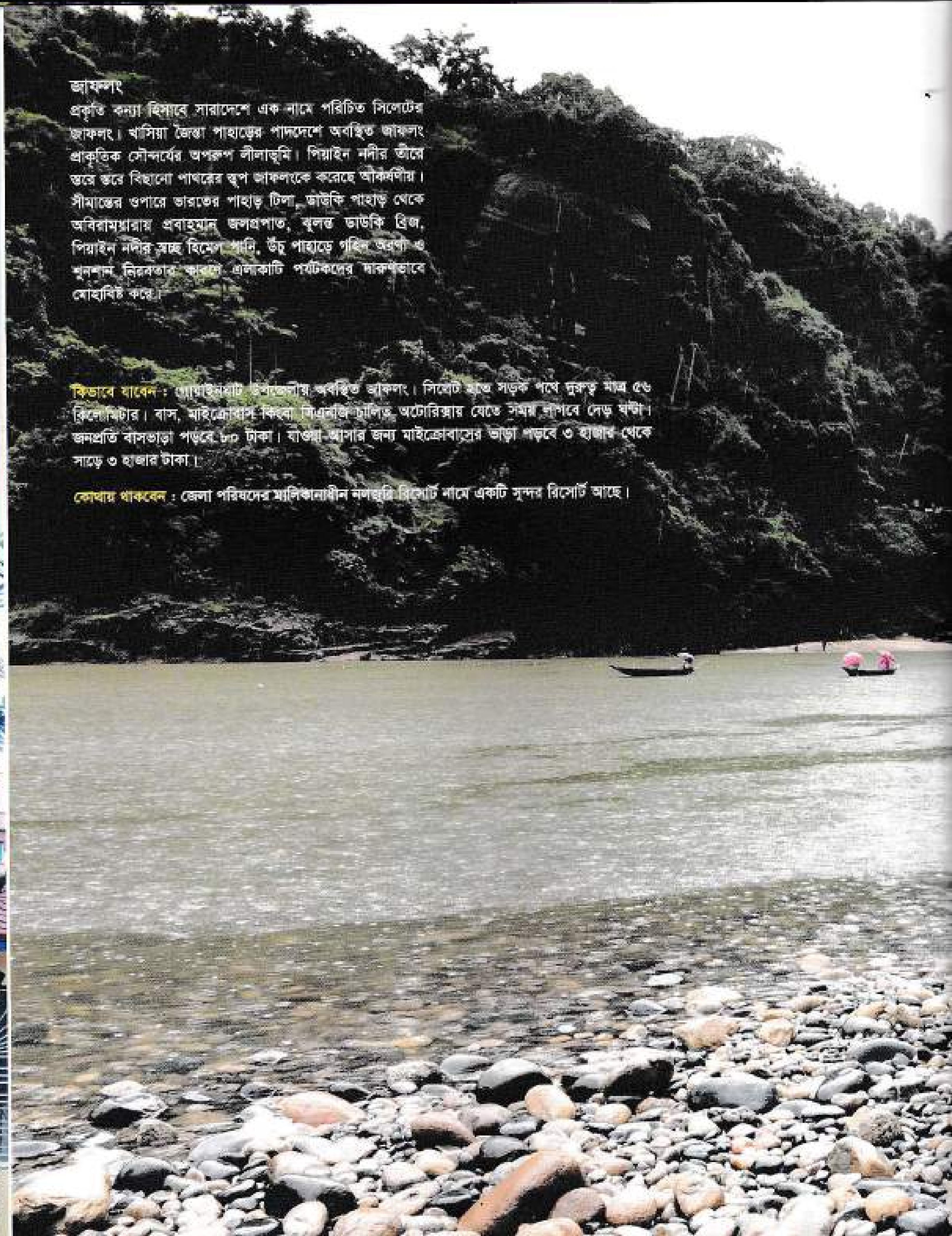

## জাফলং

প্রকৃতি কন্যা হিসাবে সারাদেশে এক নামে পরিচিত সিলেটের জাফলং। খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত জাফলং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি। পিয়াইন নদীর তীরে স্তরে স্তরে বিছানো পাথরের স্তূপ জাফলংকে করেছে আকর্ষণীয়। সীমান্তের ওপারে ভারতের পাহাড় টিলা, ডাউকি পাহাড় থেকে অবিরামধারায় প্রবাহমান জলপ্রপাত, ঝুলন্ত ডাউকি ব্রিজ, পিয়াইন নদীর স্বচ্ছ হিমেল পানি, উঁচু পাহাড়ে গহিন অরণ্য ও শুনশান নিরবতার কারণে এলাকাটি পর্যটকদের দারুণভাবে মোহাবিষ্ট করে।

**কিভাবে যাবেন :** গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত জাফলং। সিলেট হতে সড়ক পথে দূরত্ব মাত্র ৫৬ কিলোমিটার। বাস, মাইক্রোবাস কিংবা সিএনজি চালিত অটোরিক্সায় যেতে সময় লাগবে দেড় ঘন্টা। জনপ্রতি বাসভাড়া পড়বে ৮০ টাকা। যাওয়া আসার জন্য মাইক্রোবাসের ভাড়া পড়বে ৩ হাজার থেকে সাড়ে ৩ হাজার টাকা।

**কোথায় থাকবেন :** জেলা পরিষদের মালিকানাধীন নলজুরি রিসোর্ট নামে একটি সুন্দর রিসোর্ট আছে।

## Jaflong

Jaflong is well-known as a darling child of nature which is situated at Sylhet. It is situated at the foot of Khasia-Jaintia hill which has a sigificant natural beauty. The heap of stones adorned in the bank of Piyain river added much attraction to Jallong The tourists are attracted to Jaflong because of hill tracks of India, incessant waterfall from Dawki hill, hanging bridge of Dawki, clear and cold water of Piyain riven dense forest in high hill and pin drop silence.

**How to go :** Jaflong is situated at Gowainghat Upazila of Sylhet. It is 56 km away from Sylhet city. It will take 1.5 hour by Micro-bus or CNG auto-rickshaw to reach Jaflong. About 80 Tk will be needed per head as fare by bus. About 3000-4000 taka will cost to go and return by Micro-bus.

**Where to Stay :** There is a beautiful Govt. resort owned by Zila Parishad named as Noljuri Resort.

জাফলং
Jaflong

জাফলং
Jaflong

জাফলং
Jaflong

## খাসিয়াপুঞ্জি

জাফলংয়ের সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে খাসিয়াপুঞ্জি। ডাউকি বা জাফলং নদীর কিনারা বেয়ে একটু হাঁটলেই পাহাড়ের গায়ে দেখা যাবে ছোট ছোট ঘরবাড়ি। খাসিয়াদের এই এলাকা খাসিয়াপুঞ্জি নামে পরিচিত। খাসিয়াদের গ্রামকে বলা হয় পুঞ্জি। খাসিয়া প্রধানকে বলা হয় পুঞ্জিপ্রধান। মাতৃতান্ত্রিক খাসিয়া আদিবাসীরা এখানে বসবাস করছে শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে। খাসিয়াদের ঘরবাড়িও তৈরি করা হয়েছে সনাতন পদ্ধতিতে। তিন চার ফুট উঁচুতে বাঁশের মাচা দিয়ে তৈরি এসব বাড়ি। এখানে জীবিকার অন্যতম মাধ্যম পানচাষ। অনেকে আবার সুপারির চাষও করে। পানের বরজ ছাড়াও খাসিয়াপুঞ্জিতে আছে কমলাবাগান।

**কিভাবে যাবেন :** জাফলং নদীর পাশেই খাসিয়া পুঞ্জি। তাই জাফলং গেলেই ঘুরে আসা যাবে খাসিয়া পুঞ্জিতে।

## Khasia Punji

Khasia Punji has enhanced the beauty of Jaflong significantly. Huts and cottages of the village will be visible just a few steps from the bank of river Dawki or Jaflong. This region is known as Khasiapunji. The village of Khasia is known as "Punji". The chief of Khasia is known as "Punji Prodhan". Matrilineal Khasia community have been living here for centuries. Their houses are also made following ancient ways. They make bamboo scaffolding three to four feet above the ground. They cultivate betel leaf as well as betel nut for their livelihood. Besides betel leaf, they also cultivate oranges.

**How to go:** Khasia Punji is near to Jaflong. So, one can go to Khasia Punji when he visit Jaflong.

### তামাবিল স্থলবন্দর

সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এলাকা তামাবিল। সিলেট শহর থেকে ৬২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে এর অবস্থান। জাফলং যাওয়ার পথে পড়বে তামাবিল। সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় এখান থেকে সরাসরি ভারতের পাহাড়-পর্বত, ঝরনা আর জলপ্রপাত দেখা যায়। তামাবিলের ওপারে ভারতের মেঘালয় রাজ্য। ভারত থেকে বাংলাদেশে কয়লা আসে এই স্থলবন্দর দিয়ে।

**কিভাবে যাবেন :** সিলেট শহরের কদমতলী বাসস্ট্যান্ড থেকে জাফলং এর বাসে করে যেতে হবে।

### Tamabil Landport

Tamabil is located at Bangladesh-India border area of Gowainghat Upazila of Sylhet district. It is 62km away from Sylhet city in its north-eastern part. Tamabil landport is in Sylhet-Jaflong road on the way to Jaflong. As it is a border area, Indian hills, mountains, fountains and waterfalls are seen from here. Indias's Meghalaya is situated on the other side of Tamabil. Coal is imported from India to Bangladesh through this landport.

**How to go :** One can go there from Kadamtoli bus stand of Sylhet city by bus.

## মায়াবী ঝরনা

জাফলংয়ের জিরো পয়েন্ট থেকেই দেখা যায় সংগ্রামপুঞ্জি ঝরনা। এটি কয়েক ধাপ বিশিষ্ট পাথুরে ঝরনা। ধাপ দেওয়া এরকম ঝরনা বাংলাদেশে তেমন একটা নেই। যদিও এটি ভারতের সীমান্তে, তবে বিএসএফের অনুমতি নিয়ে বাংলাদেশীরা এ ঝরনার চূড়া পর্যন্ত উঠতে পারে। এই ঝরনাকে সংগ্রামপুঞ্জি বা সেনগ্রামপুঞ্জি ঝরনা বা মায়াবী ঝরনা নানা নামেই ডাকা হয়। এর খানিক দূরেই রয়েছে মেঘালয় পাহাড়। জিরো পয়েন্ট থেকে তপ্ত বালু হেঁটে পার হয়ে যেতে হবে এই ঝরনায়।

**কিভাবে যাবেন :** সড়কপথে সিলেট সদর থেকে জাফলং-এর দূরত্ব ৫৬ কিলোমিটার। জাফলংগামী বাস ছাড়ে নগরীর শিবগঞ্জ থেকে। এক ঘন্টা পর পর বাস পাওয়া যায়। জাফলং জিরো পয়েন্টে অবস্থিত পিয়াইন নদী নৌকায় করে পাড়ি দিয়ে যেতে হয় সংগ্রামপুঞ্জিতে। সেখান থেকে ১০/১৫ মিনিট হাঁটলেই পাওয়া যাবে সংগ্রামপুঞ্জি জলপ্রপাত। রিজার্ভ যাওয়া-আসার জন্য মাইক্রোবাসের ভাড়া পড়বে ৩ হাজার থেকে সাড়ে ৩ হাজার টাকা।

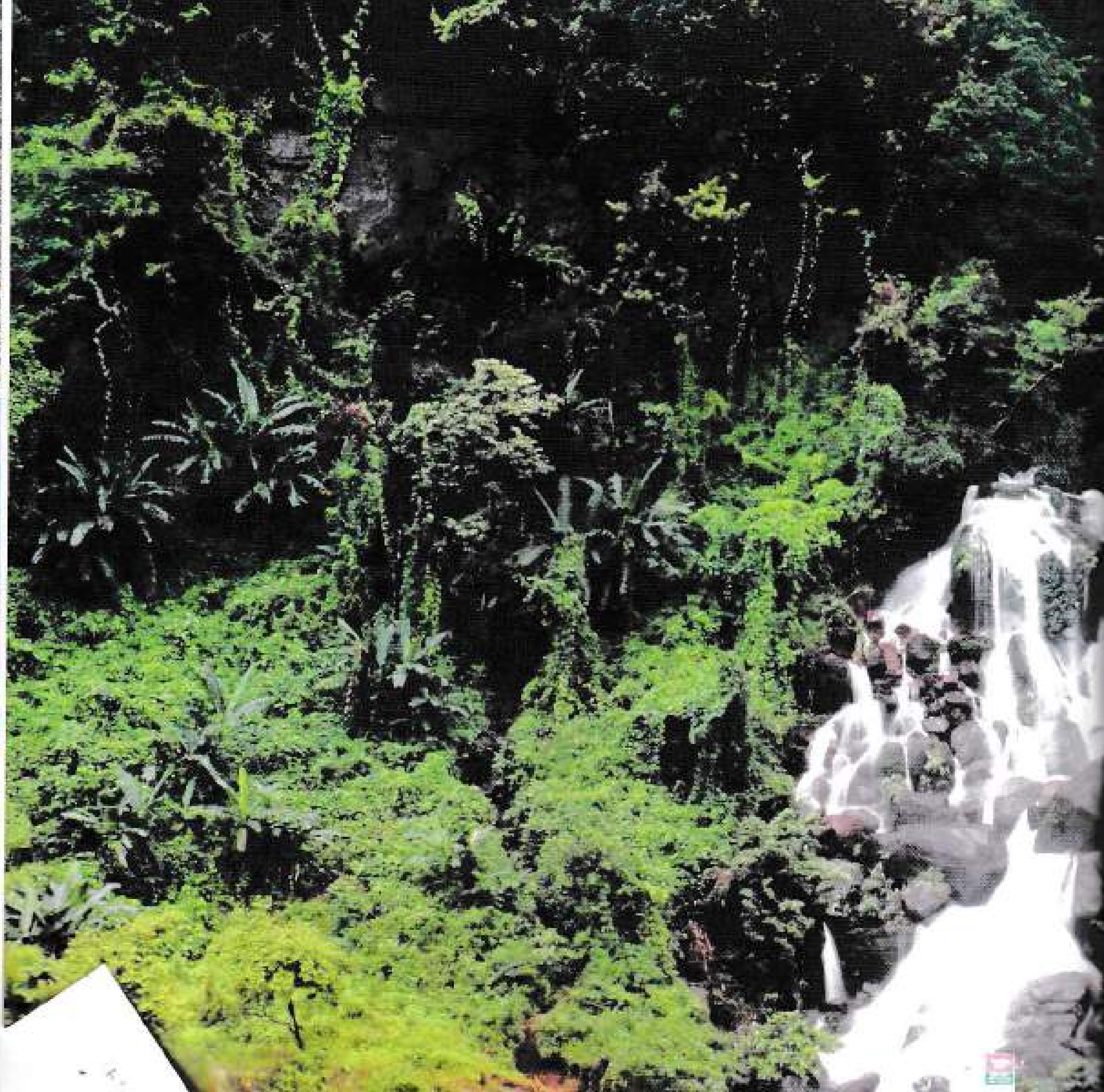

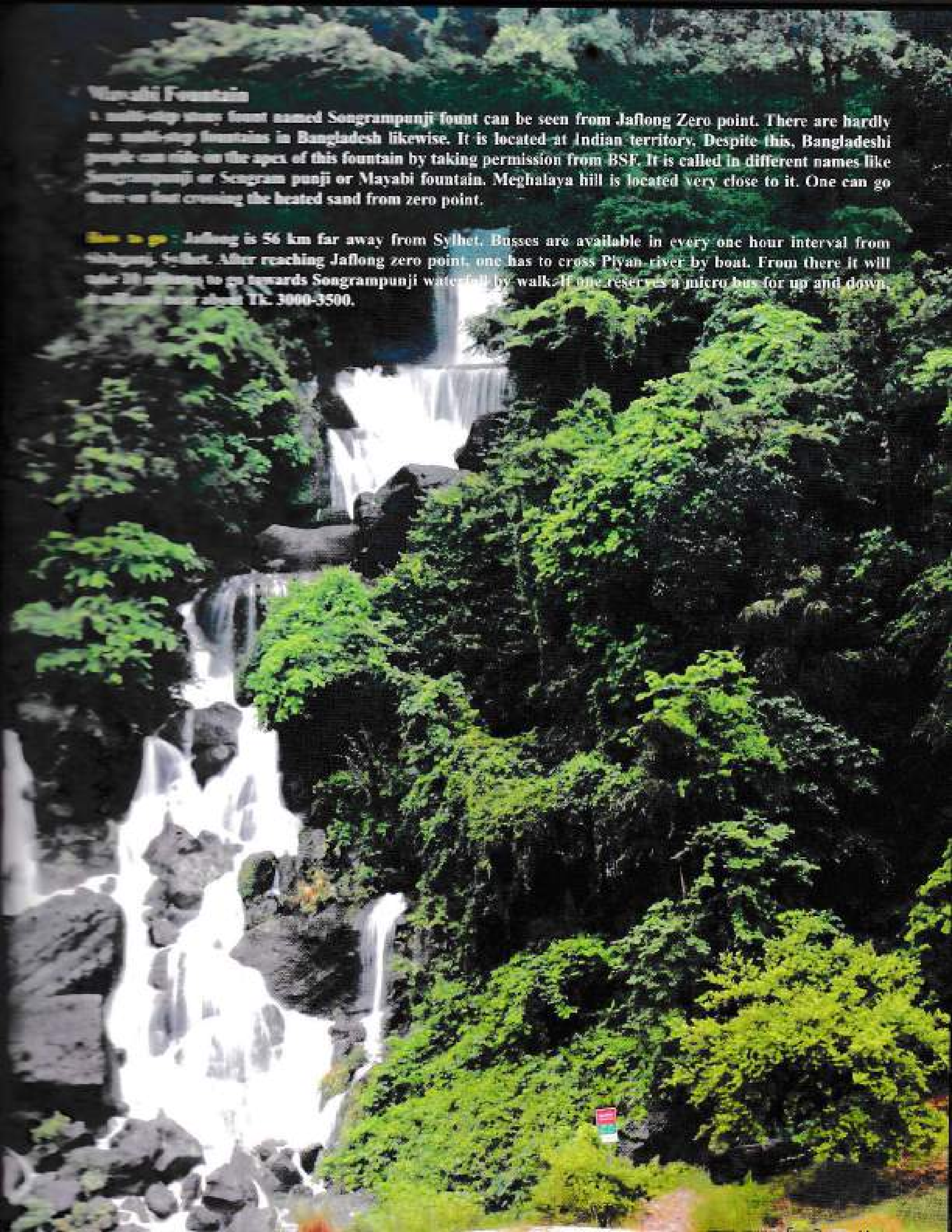

## Mayabi Fountain

A multi-step stony fount named Songrampunji fount can be seen from Jaflong Zero point. There are hardly any multi-step fountains in Bangladesh likewise. It is located at Indian territory. Despite this, Bangladeshi people can ride on the apex of this fountain by taking permission from BSF. It is called in different names like Songrampunji or Sengram punji or Mayabi fountain. Meghalaya hill is located very close to it. One can go there on foot crossing the heated sand from zero point.

**How to go** : Jaflong is 56 km far away from Sylhet. Busses are available in every one hour interval from Shibganj, Sylhet. After reaching Jaflong zero point, one has to cross Piyan river by boat. From there it will take 30 minutes to go towards Songrampunji waterfall by walk. If one reserves a micro bus for up and down, it will cost about Tk. 3000-3500.

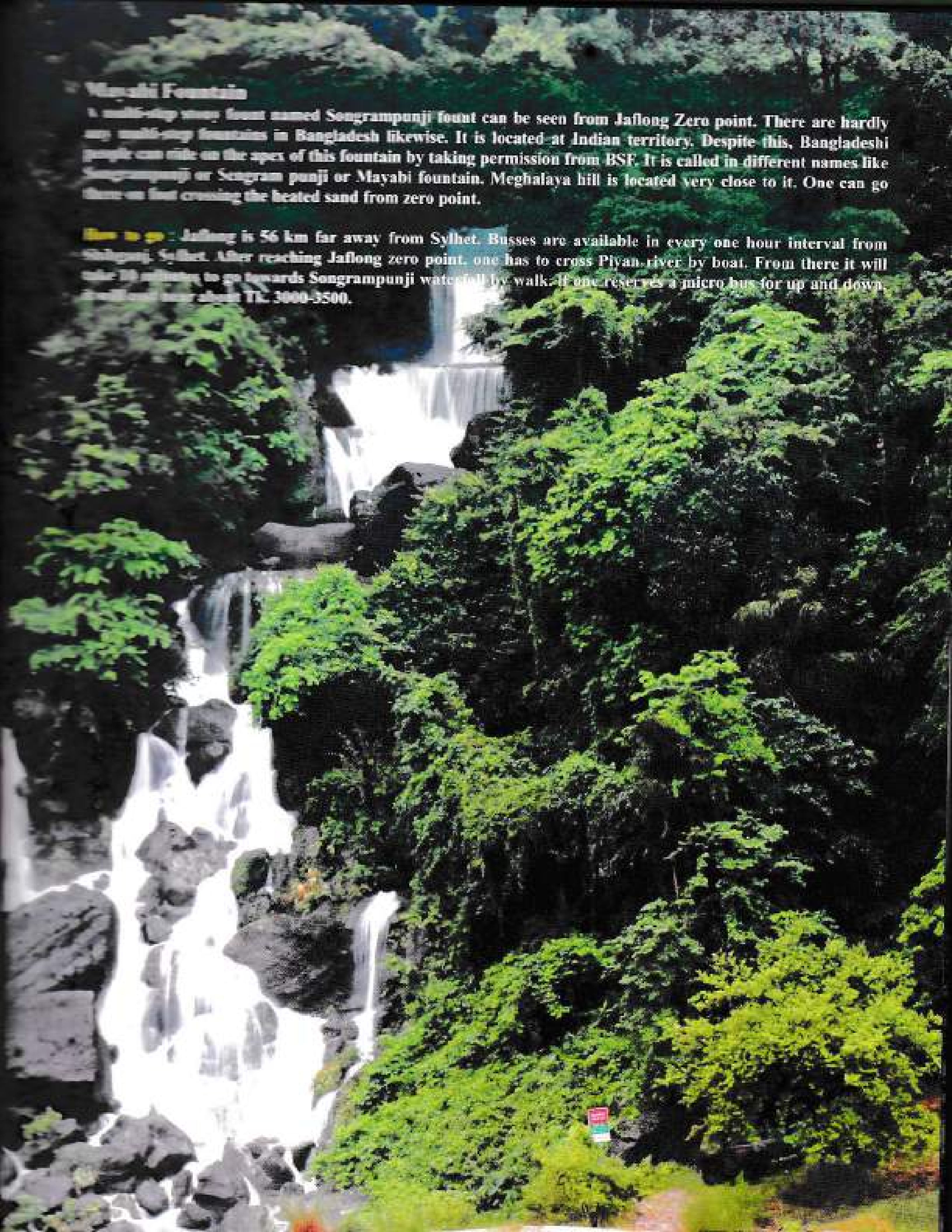

## Mayabi Fountain

A multi-step steep fount named Songrampunji fount can be seen from Jaflong Zero point. There are hardly any multi-step fountains in Bangladesh likewise. It is located at Indian territory. Despite this, Bangladeshi people can ride on the apex of this fountain by taking permission from BSF. It is called in different names like Songrampunji or Sengram punji or Mayabi fountain. Meghalaya hill is located very close to it. One can go there on foot crossing the heated sand from zero point.

**How to go** : Jaflong is 56 km far away from Sylhet. Busses are available in every one hour interval from Shibganj, Sylhet. After reaching Jaflong zero point, one has to cross Piyan river by boat. From there it will take 10 minutes to go towards Songrampunji waterfall by walk. If one reserves a micro bus for up and down, it will cost near about TK. 3000-3500.

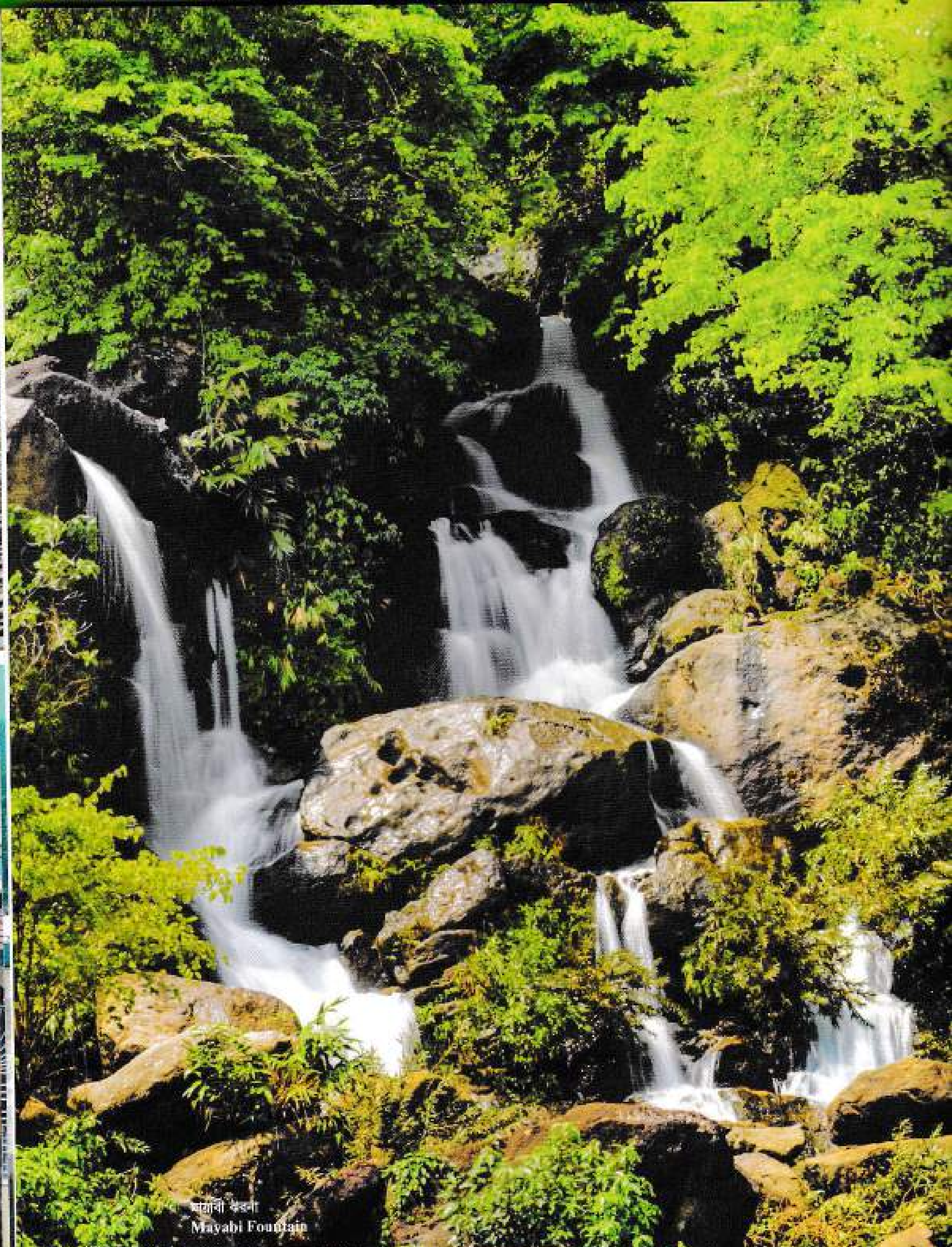

मायावी झरना
Mayabi Fountain

## নলজুড়ি ঝরনা

জাফলংয়ে পৌঁছার পাঁচ কিলোমিটার পূর্বেই পড়বে নলজুড়ি। এ জায়গা থেকেই উপভোগ করা যায় ভারতের মেঘালয়ের পাহাড়ি ঝরনা আর প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য। পাহাড়ের সৌন্দর্য আর নির্জনতা উপভোগ করতে চাইলে নলজুড়ি ডাকবাংলোয় রাত্রিযাপনের তুলনা নেই। নলজুড়ির জেলা পরিষদের ডাকবাংলো থেকে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পাহাড়ি ঝরনা অত্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়।

**কিভাবে যাবেন :** এটি গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত। জাফলংগামী বাসে উঠে পৌঁছে যাওয়া যাবে নলজুড়িতে। নলজুড়িতে সরকারি রেস্ট হাউস আছে। ভাড়া ৫০০-১৫০০ টাকা।

## Noljuri Waterfall

Noljuri waterfall is just five kilometer away from Jaflong. From there one can enjoy the beauty of fountains and natural beauty of Meghalaya hill. There is no other alternative of passing a night in Noljuri rest house to enjoy the beauty of nature. From this rest house, the fountains of Meghalaya hill are clearly visible.

**How to go :** It is located at Gowainghat Upazila. One can reach Noljuri by public transport on Jaflong road. There is a Govt. rest house which will cost Tk. 500-1000 for per night staying.

## টিলাগড় ইকোপার্ক

দেশের তৃতীয় ইকোপার্ক সিলেটের টিলাগড় ইকোপার্ক। এই ইকোপার্কটির চারিদিকে রয়েছে গাছ-পাছালি ও পাখির কলকাকলি। ছোট-বড় টিলার ফাঁক দিয়ে বয়ে গেছে একটি ছড়া। ছড়ার ছল ছল শব্দের সাথে রয়েছে শিয়াল, বানর, খরগোশ, বনমোরগ, হনুমান আর ময়না, টিয়া, ঘুঘু, হরিভাস, সাত ভাই চম্পা পাখির কলকাকলি। আছে নানান জাতের গাছ।

২০০৬ সালে টিলাগড় রিজার্ভ ফরেস্টের ১১২ একর জায়গা জুড়ে এই ইকো পার্ক গঠন করা হয়। পার্কটি প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এবং জায়গাটি বন বিভাগের অধীনে।

**কিভাবে যাবেন :** সিলেট থেকে সিএনজি বা অটোরিক্সাযোগে সহজে যাওয়া যায় টিলাগড় ইকোপার্কে।

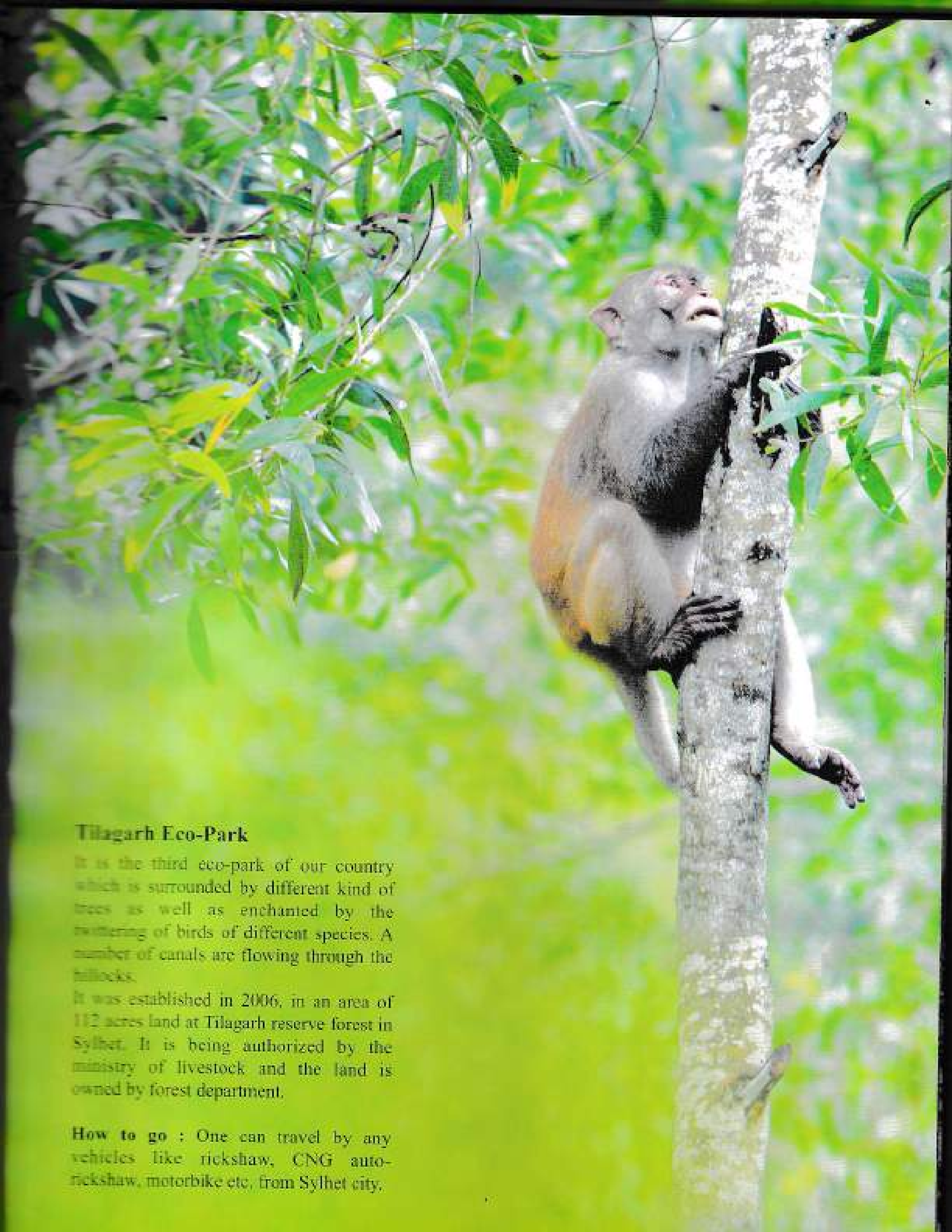

## Tilagarh Eco-Park

It is the third eco-park of our country which is surrounded by different kind of trees as well as enchanted by the twittering of birds of different species. A number of canals are flowing through the hillocks.

It was established in 2006, in an area of 112 acres land at Tilagarh reserve forest in Sylhet. It is being authorized by the ministry of livestock and the land is owned by forest department.

**How to go :** One can travel by any vehicles like rickshaw, CNG auto-rickshaw, motorbike etc. from Sylhet city.

## খাদিম নগর জাতীয় উদ্যান

এটি গোয়াইনঘাট উপজেলার ফতেহপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। ২০০৬ সালে খাদিমনগরকে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ৬টি চা বাগানে পরিবেষ্টিত উঁচু-নিচু পাহাড়ি এলাকা বিশিষ্ট খাদিমনগর জাতীয় উদ্যানের আয়তন ১ হাজার ৬৭৬ দশমিক ৭৩ একর। জীববৈচিত্র্যে ভরপুর খাদিমনগর জাতীয় উদ্যানে প্রায় ২১৭ প্রজাতির গাছ এবং ৮৩ প্রজাতির প্রাণি রয়েছে।

**কিভাবে যাবেন :** সিলেট থেকে জাফলংয়ে যাওয়ার যে কোন বাসে যাওয়া যায়। সিএনজি চালিত অটোরিক্সা ভাড়া করেও যাওয়া যায়।

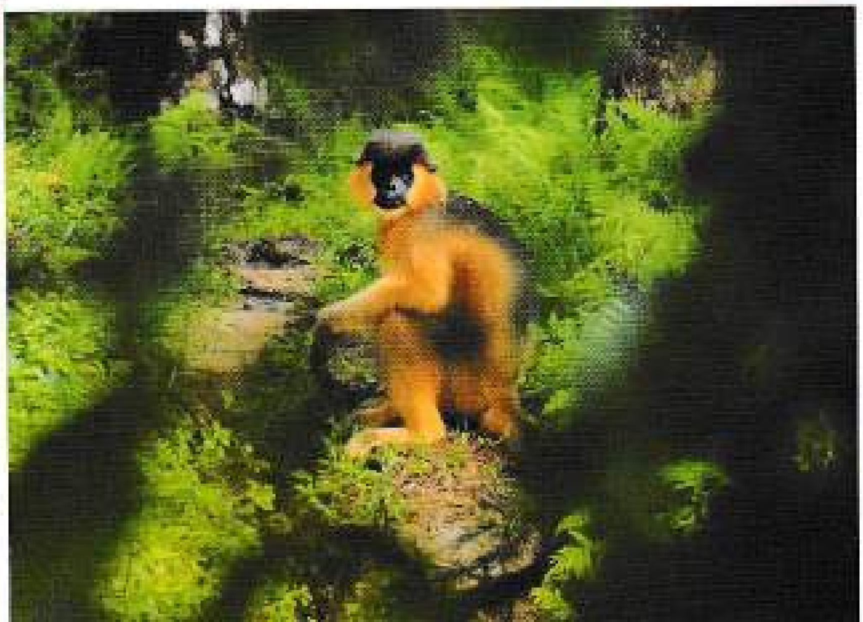

## National Parkland of Khadimnagar

It is located at Fatehpur Union of Gowainghat Upazila. It has been announced as the National Parkland in 2006. Surrounded by 6 tea gardens with hilly tracks, it has an area of 1676.73 acres. About 217 species of different trees and 83 kinds of animals are available in this forest.

**How to go :** One can take bus to Khadimnagar which is on the way to Jaflong from Sylhet city. Moreover, you can hire a CNG driven auto-rikshaw to reach there.